বুকলেট ৩ :

সব শিশুকে স্কুলে আনা ও তাদের শিখন

Inclusive
Learning-Friendly
Environments

UNESCO
DHAKA OFFICE

বুকলেট- ৩

সব শিশুকে স্কুলে আসা ও তাদের শিখন

ইউনেস্কো-ঢাকা

টুল গাইড

বুকলেট - ৩ শিশুদের স্কুলে না আসার পেছনে কারণ এবং এ ক্ষেত্রে কি করণীয় সে বিষয়ে আপনাকে ও আপনার সহকর্মীদের বুঝতে সাহায্য করবে। টুল্সগুলোকে এখানে ব্লক বিল্ডিং (ধাপে ধাপে) ধরনে উপস্থাপন করা হয়েছে। যা শিক্ষকরা স্কুল বর্হিভূত ছেলেমেয়েদের স্কুলে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। এই টুলগুলির মাধ্যমে কাজ করে আপনি অন্যান্য শিক্ষক, পরিবার ও সমাজের সদস্য ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কি ধরনের অবস্থা শিশুদেরকে শিখন প্রক্রিয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখে তা নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন। আপনি নিজেও এ ধরনের শিশুরা কোথায় থাকে, কেন তারা স্কুলে আসে না এবং তাদেরকে স্কুলে নিয়ে আসতে কি করা উচিত তা চিহ্নিত করতে পারবেন।

টুলস

৩.১ কারা শিখতে পারছে না ৩

একীভূত শিখনের পথে বাধা আবিষ্কার ৩

একীভূত শিখনের জন্য স্ব-মূল্যায়ন ১১

৩.২ স্কুল বহির্ভূত শিশুদের খুঁজে বের করা ও জানা তারা কেন বহির্ভূত? ১৩

স্কুল- সমাজের ম্যাপিং বা মানচিত্রায়ন ১৩

মানচিত্রায়নে শিশুদের অংশগ্রহণ ১৫

শিশুরা কেন স্কুলে আসতে পারে না তা' চিহ্নিত করা ১৯

৩.৩ সব শিশুকে স্কুলে নিয়ে আসতে করণীয় ২৭

কর্মপরিকল্পনা করা ২৭

কাজের জন্য ধারণা ৩০

৩.৪ আমরা কি শিখেছি ৩৯

টুল ৩.১
কারা শিখতে পারছে না?

একীভূত, শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরী করা এবং এ প্রক্রিয়ায় পরিবার ও সমাজকে সম্পৃক্ত করার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল কমিউনিটির যেসব শিশু স্কুলে যাচ্ছে না তাদের খুঁজে বের করা। আপনার নিশ্চয়ই একবার হলেও মনে হয় আপনার শিক্ষার্থীদের মধ্যে কারো বোন বা ভাই অথবা বন্ধু হয় স্কুলে যেতে পারছেনা অথবা স্কুলে যায় না। আমরা যদি সত্যিই এদের কথা ভেবে থাকি, তবে আমাদের উচিত এই শিশুদেরকে আমাদের একীভূত স্কুল বা শ্রেণীকক্ষে নিয়ে আসা এবং তাদের জীবনের উপযোগী যে শিক্ষার দরকার তার ব্যবস্থা করা। এরপর আমাদের বোঝা দরকার কেন তারা স্কুলে আসছিল না।

একীভূত, শিখনের পথে বাধা আবিষ্কার:

নিচের কেস স্টাডিটি আপনি নিজে পড়ুন বা আপনার সহকর্মীদের পড়ে শোনানঃ

দশ বছর বয়সী সুরুজ এর বাড়ী জামালপুর জেলার মেলান্দহে। পরিবারকে সাহায্য করতে অল্প বয়সেই পেটের তাগিদে সে কাজে নামে। শেষে সৎ মায়ের অত্যাচারে বাড়ী থেকে পালিয়ে ঢাকা শহরে চলে আসে সে। লেখাপড়া করার খুব ইচ্ছে থাকলেও তার বাবা কোন দিন তাকে স্কুলে পাঠায় নি বরং তাকে বাড়ীর কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল। দূর সম্পর্কের এক খালার সঙ্গে ঢাকায় আসার পর সে আর খালা মিলে ভিক্ষে করা শুরু করে। একদিন রাস্তার ভীড়ের মধ্যে তার গ্রামের খালাকে সে হারিয়ে ফেলে। শেষে শাহবাগের মোড়ে তার আরেক মহিলার দেখা হল যাকে সে খালা বলে ডাকতে শুরু করে। নতুন এই খালা শাহবাগের মোড়ে পিঠা বানায় আর বিক্রি করে। নতুন খালার কাজে সুরুজও হাত লাগাল। তার সঙ্গে কিছুদিন কাজ করার পর নতুন খালা সুরুজকে পরিশ্রমের বিনিময়ে প্রতিদিন ১২ টাকাসহ দুপুরে খাবার দিত। সুরুজ সে খাবার দুপুরে না খেয়ে রাতে খেত। দুপুরে না খাওয়াটাই তার একরকম অভ্যাস হয়ে গেল। তার একমাত্র বিনোদন কাজের ফাঁকে ফাঁকে রাস্তার পাশে শো-রুমে টিভি দেখা। লেখাপড়া নয়, সুরুজ এখন স্বপ্ন দেখে রাস্তার পাশে একটা পান বিড়ির দোকান দেয়ার।[১]

---

[1] Adapted from *Suruj: An undaunted warrior of life;* Draft report titled 'Missing Citizens-Life on the streets of Dhaka city' by ASEAB and TSP; January 2000

কর্মতৎপরতা: একীভূত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা চিহ্নিত করা

আপনি আপনার সহকর্মীদের মধ্য থেকে দুই থেকে চারটি দল নির্বাচন করুন অথবা একাই কাজটি করুন।

- প্রথমে, সবাই নিঃশব্দে চিন্তা করুন যে কেন সুরুজ স্কুলে যেতে পারল না। কারণগুলো চিন্তা করুন এবং লিখে ফেলুন। এর জন্য ৫ মিনিট সময় নিন।

- একজন শিশুর শিখন পরিবেশের মধ্যে রয়েছে তার স্কুল, পরিবার এবং সমাজ। শিশুর সত্ত্বা তাকে উদ্বুদ্ধ করে তার স্কুলে যাওয়া বা না যাওয়াকে। যাহোক, এখন প্রতিটি দলকে এক একটি শিখন পরিবেশের দায়িত্ব দিন। একটি পরিবেশ দল হবে 'স্কুল'। একটি দল 'পরিবার'। অপর পরিবেশ দলটি হবে' সমাজ এবং চতুর্থ দল হবে শিশু (যেমন-সুরুজ)। যদি দল চারটির পরিবর্তে দুটো হয়, তবে প্রতিটি দল দুটো করে পরিবেশের দায়িত্ব নেবে। আর আপনি যদি একা কাজ করেন তবে চারটি পরিবেশ নিয়েই আপনি কাজ করবেন।

- প্রতিটি দলকে বড় পোস্টার পেপার দিন, পোস্টার পেপারের শীর্ষে তারা যে পরিবেশ নিয়ে কাজ করবে তার নাম লিখবে। প্রতিটি শিখন পরিবেশ-এর ওপর কাজের জন্য আলাদা পোস্টার পেপার ব্যবহার করুন।
- প্রতিটি দল নিজ নিজ শিখন পরিবেশ-এর প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আলোচনা করবে, বিশেষতঃ যেসব প্রতিবন্ধকতার কারণে সুরুজ এর মত অনেক শিশুই স্কুলে যায় না বা যেতে পারে না। এসব বাধাসমূহের একটি তালিকা পোস্টার পেপারে লিখুন এবং নিচের অংশটুক পড়ুন;

শিশুদের স্কুলে না যাওয়ার কারণসমূহ:

সুরুজ (শিশু)

শিশু স্কুলে যেতে পারবে বা যেতে চাইবে কিনা তা অনেকটাই নির্ভর করে শিশুর বৈশিষ্ট্য ও বর্তমান অবস্থার ওপর। অনেক সময় শহরের আলো ঝলমল চাকচিক্য ও উপার্জনের সুযোগের কারণে কোন কোন দরিদ্র পরিবারের শিশু স্কুলে লেখাপড়া না করে শহরে চলে আসতে পারে। নিচে এ ধরনের কিছু কারণ উল্লেখ করা হল। এছাড়াও আপনার এলাকা, প্রথা বা শিশু বা তার পরিবার কেন্দ্রিক এমন কোন কারণ রয়েছে কি যা একটি শিশুর স্কুলে যাওয়া বা না যাওয়াকে প্রভাবিত করে?

গৃহহীনতা ও কাজের চাহিদা: আমরা যারা শহরে থাকি তারা প্রতিদিনই অনেক 'পথ শিশু' কে দেখি, যারা আমাদের কাছে ভিক্ষা বা সাহায্য চায়। পথই তাদের ঘর, তাদের জীবিকার একমাত্র উৎস। সারা পৃথিবীতে এই পথ শিশুর সংখ্যা প্রায় ১০০ মিলিয়ন। শুধু ঢাকা শহরেই পথ শিশুর সংখ্যা এখন ৪ মিলিয়নের কাছাকাছি। একজন পথ শিশু স্কুল থেকে ঝরে পড়তে পারে, হতে পারে সে শিশু-শ্রমিক কিংবা আশ্রয়হীন, পরিবারহীন কোন শিশু। যেহেতু পথ শিশুদের পরিবার, সমাজ বা স্কুলের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না সে কারণে তারা সর্বত্রই শোষণ আর নির্যাতনের শিকার হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে থাকে। অবশ্য সব পথ শিশুই পরিবার বিহীন নয়। সুরুজের মত কোন শিশু হয়ত দিনে কাজ করে রাতে পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারত। কিন্তু এসব শিশুরা শিক্ষার মূল্য বোঝে না গ্রহণ বা স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারে কোন আগ্রহই থাকে না। তাদের স্কুলে যাওয়ার মত বয়সও থাকে না বা এরা হয়তো রাজনৈতিক বা সামাজিক কোন সহিংসতার শিকার, টিকে থাকাটাই যেখানে মুখ্য, সেখানে তাদের স্কুলে না যাওয়ার কারণ সহজেই বোধগম্য।

কিছু কিছু শিশুর পরিবারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না বা কখনো ক্ষীণ যোগসূত্র থাকতে পারে এবং এদের অধিকাংশই কোন মুরুব্বী বা অভিভাবকের শাসন বা তত্ত্বাবধানের বাইরে থাকে। উপরন্তু তাদের কেউ কেউ বাড়িতে শারিরীক বা যৌন নিপীড়নের শিকার হয়, ফলে পরিত্রাণের আশায় তারা শেষ পর্যন্ত গৃহত্যাগ করে পথে আশ্রয় নেয় সত্যি কিন্তু এখানেও তারা একই ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়।

অসুস্থতা এবং ক্ষুধা: শিশু অপুষ্টিতে ভুগলে, অসুস্থ বা ক্ষুধার্ত থাকলে লেখাপড়া করতে পারে না। ফলে তারা স্কুলে প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে এবং তাদেরকে শেষ পর্যন্ত ধীর শিক্ষার্থী হিসেবে সবাই বিবেচনা করে। যদি তারা শিক্ষক বা সহপাঠীদের কাছ থেকে পর্যাপ্ত মনোযোগ না পায় তারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন ভাবতে পারে ফলে একসময় তারা ক্লাস থেকে ঝরে পড়ে। শারিরীক অসুস্থতা ও অপুষ্টি তাদেরকে অনেকসময় দীর্ঘস্থায়ী শারিরীক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধিতার দিকে ঠেলে দেয়।

জন্ম নিবন্ধন: কিছু কিছু দেশে জন্ম নিবন্ধিত না হলে শিশুরা স্কুলে ভর্তি হতে পারে না। বাংলাদেশে জন্ম নিবন্ধনের ব্যাপারে ব্যাপক কড়াকড়ি না হলেও এর গুরুত্ব সব মহলেই অনুভূত হচ্ছে।

সহিংসতার ভয়: স্কুলে যাওয়া আসার পথে বিশেষত মেয়েরা আমাদের মত দেশে নানা ঝুঁকির মধ্যে থাকে। মেয়েরা প্রায়ই স্কুলে যাওয়া আসার পথে যৌন নির্যাতন বা অশোভন আচরণের সম্মুখীন হয়। অন্যদিকে ছেলেদের থাকে শারিরীক শাস্তির অভিজ্ঞতা এর ফলে তাদের স্কুলে আসা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কখনো কখনো তাদের জীবনও বিপন্ন হয়।

প্রতিবন্ধিতা বা বিশেষ শিখন চাহিদা: সুনির্দিষ্ট নীতিমালা বা সুযোগ সুবিধার অভাবে অনেক প্রতিবন্ধী বা বিশেষ শিখন চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীই স্কুলে আসে না। যে একীভূত শিক্ষার কথা আমরা বলি, আমরা এসব শিক্ষার্থীদের সেই পরিবেশে নিয়ে আসতে চাই। তাদের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টি এবং তারা লেখাপড়া করতে পারবে না এই ধারণা তাদেরকে স্কুলে আসার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করে।

এমন কি বাবা মা, সমাজও এসব ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে অসচেতন থাকে যে তাদেরও স্কুলে যাওয়ার অধিকার রয়েছে। এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিধা না থাকার কারণেও প্রতিবন্ধী শিশুরা স্কুলে যেতে নিরুৎসাহিত হতে পারে।

অনেক সময় তারা স্কুলে এলেও শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেশী হওয়ায় তাদের যে বিশেষ শিখন চাহিদা রয়েছে এবং তাদের প্রতি যে আলাদা মনোযোগ দিতে হবে সে সুযোগ বা সময় শিক্ষক হিসেবে আমাদের থাকে না। এমনকি, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু বা শিক্ষণ পদ্ধতি এবং শিক্ষার প্রচলিত ভাষা-মাধ্যম (মৌখিক বা দৃশ্যমান) শ্রবন বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী হয় না।

লোক নিন্দা: কোন কারণে কোন মেয়ে শিক্ষার্থী সামাজিক নিপীড়ন বা যৌন নির্যাতনের শিকার হলে অনেক সময় স্কুল লোকনিন্দার চাপে তাকে স্কুল থেকে বাদ দিয়ে দিতে পারে কিংবা সামাজিক চাপে সেই মেয়েটি নিজেই বা পরিবারের চাপাচাপির কারণে স্কুলে যাওয়া ত্যাগ করতে পারে।

পারিবারিক পরিবেশ:

শিশুদের পরিচর্যা ও সুরক্ষার প্রধানতম আশ্রয় হচ্ছে তাদের পরিবার ও সমাজ। একটি গঠনমূলক পরিবার ও সমাজ শিশুদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। শিশুর স্কুলে যাওয়া বা না যাওয়ার ক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজের যেসমস্ত বিষয় নির্ভরশীল তা নিচে আলোচনা করা হল। **এছাড়াও ছেলেমেয়েদের স্কুলে উপস্থিতিকে প্রভাবিত করে এমন কোন সামাজিক, দেশজ বা সাংস্কৃতিক কারণ কি রয়েছে যা আপনি জানেন?**

দারিদ্র ও শিক্ষার প্রকৃত মূল্য: শিশুর স্কুলে যাওয়া বা না যাওয়াকে শিশুর পরিবারের দারিদ্র অনেকাংশে প্রভাবিত করে। আবার, শিশু যদি স্কুলে না যায় তবে উপার্জনের অভাবে **দারিদ্র** তাকে গ্রাস করবে। **দারিদ্রের** কারণে বাবা মায়েরা শিশুকে স্কুলে পাঠানো দূরের কথা, ঠিকমত দৈনন্দিন চাহিদাই পূরণ করতে পারে না। বরং সুরুজের মত শিশুকে, বেঁচে থাকার তাগিদে লেখাপড়া ও ভবিষ্যতকে জলাঞ্জলী দিয়ে কাজে নামতে হয়।

এক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকাও মুখ্য, কেননা এরকম পরিস্থিতিতে পরিবারের কাছে লেখাপড়ার চেয়ে পেটের তাগিদই বড় কথা, সেজন্য তারা শিশুকে স্কুলে পাঠানোর পরিবর্তে কাজে পাঠায়। অনেক সময় বাবা মা ভাবতে পারে যে ক্লাসে বসে লেখা পড়া করার থেকে অর্থকরী কোন কাজের জন্য উপযোগী দক্ষতা থাকা অনেক জরুরী, তখন তারা সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে চায়না।

দ্বন্দ্বঃ পারিবারিক অশান্তি, গৃহ বিবাদের ফলে অনেক সময় শিশুর পারিবারিক জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। তখন স্কুলে শিশুর উপস্থিতি কমে যায় এবং এক সময় সে ঝরে পড়ে এমনকি বাড়ী থেকেও পালিয়ে যায়।

অপর্যাপ্ত যত্ন ও পরিচর্যাঃ দারিদ্রতার কারণে, অর্থ উপার্জনের জন্য অনেকসময় শিশুর বাবা মা নিজের এলাকা বা গ্রাম ছেড়ে শহরে বা অন্যত্রে চলে যায়। তখন শিশু খালা, দাদাদাদী বা নানা নানীর কাছে বড় হয়। এতে তাদের সঠিক পরিচর্যা বা যত্ন হয় না। এতে তাদের শিক্ষা জীবন বাধাগ্রস্থ হয়। কেননা অর্থের প্রয়োজনে তাদের কাছে শিক্ষার মূল্য কমে যায়।

দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে বৈষম্যঃ এইডস বা অন্য কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে শিশুর বাবা বা মা মারা গেলে সেই শিশুর জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে সে আর স্কুলে যায় না কিংবা শিশুর কাছ থেকে বাবা মায়ের দুরারোগ্য ব্যাধি সংক্রমিত হতে পারে এ ভয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে স্কুল থেকে বের করে দিতে পারে। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে ছেলেমেয়েদের বিশেষ করে মেয়েদের ছোট ভাইবোনদের বা বাড়ীতে অসুস্থ ব্যক্তির দেখাশোনার জন্য বা সংসারের প্রয়োজনে অর্থ উপার্জনের জন্য স্কুল থেকে তুলে নেওয়া হয়।

সমাজের পরিবেশঃ

লিঙ্গ- বৈষম্যঃ সমাজে পুরুষ ও মেয়েদের অবস্থান ও ভূমিকা সম্পর্কে প্রচলিত ধ্যানধারণা ও বিশ্বাস মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস হল, মেয়েদের অবস্থান পুরুষের নিচে। গৃহস্থালী কাজ করার জন্য মেয়েদের সাধারণত স্কুলে যেতে দেওয়া হয় না। তাছাড়া খুব অল্প বয়সেই এখানে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়, বিয়ের পর মেয়েরা তাদের নিজেদের বাবা মায়ের বাড়ী ত্যাগ করে শ্বশুর বাড়ি চলে যায়। ফলে বাবা মায়েরা ভাবেন যে মেয়েদের লেখাপড়ার পেছনে টাকা পয়সা খরচ করে কোনো লাভ নেই।

সাংস্কৃতিক পার্থক্য এবং পিতৃপুরুষের পেশা: বৃহত্তর কমিউনিটির বাইরের (যেমন আদিবাসী) ভিন্ন ভাষাভাষী, ধর্ম গোত্র ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের ছেলেমেয়েদের স্কুলে আসা বাধাগ্রস্থ হতে পারে। কখনো কখনো তারা নিম্ন মানের শিক্ষা এবং অপ্রতুল শিক্ষা উপকরণ ও সুযোগ-সুবিধার কারণে স্কুলে আসতে নিরুৎসাহিত হয়ে থাকে। কোনো কোনো সমাজে স্কুলে না গিয়ে শৈশব থেকেই শিশুরা বাপ দাদার পেশায় ঢুকে পড়ে। মূলতঃ সমাজে দরিদ্র শ্রেণীর শিশুরাই এ ধরনের পেশায় আসে। যেমন-জেলে, মুচি, মেথর, নাপিত, কর্মকার ইত্যাদি। ফলে তারা কখনোই নিরক্ষরতা ও দারিদ্রের দুষ্ট চক্র থেকে বের হতে পারে না। সুরুজও এর ব্যতিক্রম নয়।

নেতিবাচক মনোভাব: এটি সম্ভবতঃ শিশুদের স্কুলে অন্তর্ভুক্ত করার পথে অন্যতম প্রধান বাধা। এ ধরনের নেতিবাচক মনোভাব, সব স্তরেই যেমন -বাবা মা, সমাজের সদস্য, স্কুল ও শিক্ষক, সরকারী কর্মকর্তা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। ভীতি, ট্যাবু, লজ্জা, অজ্ঞতা এবং ভুল তথ্য-এর সবই নেতিবাচক মনোভাব তৈরীতে এবং শিশুদের এ পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এসব শিশু আর তাদের পরিবারের মধ্যে তাই তৈরী হয় পলায়নপর মানসিকতা ও হীনমন্যতা। তারা সমাজের মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশা এড়িয়ে চলে এবং একসময় ধীরে ধীরে তারা সমাজে ছায়ার মতন বসবাস করতে থাকে। এভাবে তাদের শিশুরা, যদিও তাদের অন্যান্য শিশুদের মতই সমান অধিকার রয়েছে, স্কুলের বাইরেই থেকে যায়।

স্কুলের পরিবেশ:

আমাদের স্কুলসমূহের লক্ষ হল বাস্তব ও ভবিষ্যত জীবনের জন্য অপরিহার্য দক্ষতা দিতে **সব** শিশুর জন্য কার্যকর ও মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান করা। ঐতিহ্যগতভাবে, ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেয়ার মত পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আমাদের স্কুলগুলোর নেই। শুধুমাত্র পরিবার ও সমাজে সৃষ্ট শিশুদের স্কুলে অনুপস্থিতি বা ঝরে পড়ার সমস্যার সমাধান হলেই আমাদের স্কুলগুলো 'একীভূত' হবে না। স্কুলের মধ্যেই এমন সমস্যা থাকতে পারে যেগুলোর সমাধান না হলে স্কুলে শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতি বা ঝরে পড়া রোধ হবে না। এক্ষেত্রে **আপনার** ও আপনার সহকর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আপনি আপনার স্কুলকে এমন ভাবে রূপান্তর করতে পারেন, যেখানে সব শিশু নির্ভয়ে শিক্ষালাভ করবে। শিশুদের স্কুলে না আসার পেছনে বেশ কিছু কারণ উল্লেখ করা হল।

এছাড়াও, ভেবে দেখুন আপনার স্কুলে স্কুল সম্পর্কিত কোন কারণ কি শিক্ষার্থীর উপস্থিতিকে প্রভাবিত করছে ?

শিক্ষাব্যয় (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ): অনেক দরিদ্র বাবা মা স্কুলে ফি, পরীক্ষার ফি, বই খাতাপত্রের খরচ, স্কুল ইউনিফর্ম ও পরিবহন খরচের কারণে সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে পারে না। সুরুজের স্কুলে না যেতে পারার পেছনে শিক্ষাব্যয়ও অন্যতম প্রধান কারণ এটা বলা যায়।

স্কুলের অবস্থান: স্কুলের অবস্থান যদি লোকালয় থেকে একটু দূরে হয়, তবে যোগাযোগের সমস্যার কারণেও শিক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকতে পারে। বিশেষতঃ মেয়েদের জন্য স্কুলের দূরত্ব বেশী হলে বাবা মায়েরা নিরাপত্তার কথা ভেবে তাদের স্কুলে পাঠাতে চায় না। প্রতিবন্ধী শিশুরাও যথাযথ বাহনের অভাবে স্কুলে আসতে পারে না।

স্কুলের সময়সূচী: স্কুলের নির্দিষ্ট সময়সূচীর কারণে সুরুজের মত অনেক শিশু স্কুলে আসতে পারে না। স্কুলের সময়সূচীর সঙ্গে সুরুজের কাজের সময় একই হওয়ায় সুরুজের পক্ষে 'শিক্ষার পাশাপাশি আয়' করা সম্ভব হয়নি। উপরন্ত মেয়েরা ঘর গেরস্থের কাজ ও ছোট ভাই বোনকে সামলানোর কাজে ব্যস্ত থাকায় স্কুলে আসতে পারে না।

সুযোগ সুবিধাদি: স্কুলের সুযোগ সুবিধা অপ্রতুল হলে শিক্ষার্থীরা স্কুলে আসতে নিরুৎসাহিত হতে পারে। যেমন- স্কুলে মেয়েদের জন্য পৃথক লেট্রিন না থাকলে কিশোরী শিক্ষার্থীরা (তাদের মাসিক চলাকালে) স্কুলে আসতে নিরুৎসাহিত হয়। স্কুলে সুযোগ সুবিধাদি অপর্যাপ্ত হলে, ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুলে অবস্থান আরো অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে।

প্রস্তুতি: ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের স্কুলে না আসার পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ হল এধরনের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে স্কুল এবং স্কুলের শিক্ষকদের প্রস্তুত না থাকা। এধরনের ছেলেমেয়েদের কিভাবে শিক্ষা দান করতে হবে সে ব্যাপারে তাদের প্রশিক্ষণ, ধারণা, দক্ষতা, তথ্য ও জ্ঞানের অভাব রয়েছে। ফলে ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ছেলেমেয়েরা স্কুলে এলেও শিক্ষকরা তাদের প্রতি কম মনোযোগ দেন এবং অন্য শিক্ষার্থীদের তুলনায় তাদের শিক্ষা হয় অপর্যাপ্ত ও নিম্নমানের।

শ্রেণীকক্ষের আকার, সম্পদ ও কাজের চাপ: আমাদের দেশে, অনেক দেশের মতই, শ্রেণীকক্ষে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী থাকে। যা 'একীভূত' আদর্শের পরিপন্থী। ধনীদেশ গুলোতে একটি শ্রেণীকক্ষে ৩০ জন থাকলেও সেটাকেই তারা অনেক বড় মনে করে। সেখানে বাংলাদেশের মত অনেক উন্নয়নশীল দেশে একটি ক্লাসে ৬০-১০০ জন শিক্ষার্থী থাকা অতি সাধারণ ঘটনা। ফলে শিক্ষকরা এত বড় ক্লাস সামাল দিতে পারেন না।

একটি ছোট, সুব্যবস্থিত শ্রেণীকক্ষ একটি বড় কিন্তু অব্যবস্থিত শ্রেণীকক্ষ থেকে অনেক বেশী কাম্য। তবে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যাই একটি সফল, একীভূত শ্রেণীকক্ষের জন্য প্রধান বাধা তা নয়। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রতি সবার মনোভাব কেমন তাও অনেক বেশী জরুরী। একটি বড় ক্লাসেও, অনেকসময় দেখা গেছে, সংশ্লিষ্ট সবার আন্তরিক ও ইতিবাচক মনোভাবের কারণে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট সফলতার সঙ্গে লেখাপড়া করছে। নিচে তাই তেমন একটি উদাহরণ দেয়া হল যেখানে দেখা গেছে অপর্যাপ্ত সম্পদ বা উপকরণ নয় নেতিবাচক মনোভাবই 'একীভূত' হওয়ার পথে মূল বাধা। উদাহরণটি আফ্রিকা মহাদেশের একটি ছোট্ট দেশ
লেসোথে-র।

শিক্ষার্থীর সংখ্য ১১৫ জনের বেশী হওয়া সত্ত্বেও 'একীভূত' হওয়া:

১৯৯৪ সালে, লেসোথের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুটো পাইলট একীভূত স্কুলে পরিচালিত একটি জরীপে এ ফলাফল পাওয়া গিয়েছিল। লেসোথের রাজধানী মাসেরুর কাছাকাছি একটি স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৫০ এবং সে স্কুলে শারিরীক প্রতিবন্ধীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অন্য স্কুলটি অনেক দূরে একটি পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত। এ স্কুলে কোনো কোনো ক্লাসে ১১৫ জনের বেশী শিক্ষার্থী রয়েছে।

কিন্তু প্রথম স্কুলে শুরু থেকেই একীভূত শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যাপারে একটি নেতিবাচক মনোভাব ছিল। এ স্কুলে ভাল ফলাফলের একটি সুখ্যাতি ছিল, ফলে স্কুল কর্তৃপক্ষ মনে করতেন যে ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ধীর শিক্ষার্থীদের পেছনে বেশী সময় দিলে ভাল ফলাফল করা থেকে স্কুল পিছিয়ে যাবে। তারা মনে করতেন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ছাত্রাবাসের দায়দায়িত্ব মিশনের যা শিক্ষকদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অপরদিকে পাহাড়ী এলাকার স্কুলে, শিক্ষকরা এত বেশী নিবেদিত ও উদ্বুদ্ধ ছিল যে তারা প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের তাদের অবসরে, খাবার বিরতিতে বা সপ্তাহের ছুটিতে আলাদাভাবে সময় দিতেন। কখনো কখনো শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের বাড়ি যেতেন, প্রয়োজনে হাসপাতালে নিয়ে যেতেন, দরকার হলে সন্ধ্যায় শিক্ষার্থীদের আলাদাভাবে সাহায্য করতেন। কাজেই, বড় ক্লাসই কোন বাধা নয়। **প্রয়োজন ইতিবাচক মানসিকতার**। তবে এ মতামত দেয়ার সময় শিক্ষকরা বলেছেন যে, ক্লাসের আকার ৫০-৫৫ জনের বেশী হওয়াটা ভাল নয়।[২]

[2] *School for All. Save The Children.www.eenet.org.uk/bibliog/scuk/schools_for_all.shtml*

একীভূত শিখনের জন্য স্ব-মূল্যায়ন:

সংক্ষেপে, একীভূত শিখনের বাধাসমূহ:

- **শিশু** - গৃহহীনতা ও কাজের চাহিদা, অসুস্থতা এবং ক্ষুধা; জন্ম নিবন্ধন, সহিংসতার ভয়, প্রতিবন্ধিতা বা বিশেষ শিখন চাহিদা;
- **পরিবার** - দারিদ্র ও শিক্ষার প্রকৃত মূল্য, দ্বন্দ্ব, অপর্যাপ্ত যত্ন ও পরিচর্যা, দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে বৈষম্য;
- **সমাজ** - লিঙ্গ বৈষম্য, সাংস্কৃতিক ভিন্নতা, পিতৃ পুরুষের পেশা, নেতিবাচক মনোভাব;
- **স্কুল** - শিক্ষাব্যয় (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ), স্কুলের অবস্থান, স্কুলের সময়সূচী, সুযোগ সুবিধাদি, প্রস্তুতি, শ্রেণীকক্ষের আকার, সম্পদ ও কাজের চাপ;

এছাড়াও অন্যান্য আর কি বাধা রয়েছে যা আপনারা পোস্টারে উল্লেখ করেছেন বা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করেছেন?

এ দলীয় কাজ থেকে প্রাপ্ত সব ধরনের বাধার একটি 'মাস্টার লিস্ট' তৈরী করুন।

কর্মতৎপরতা: বাধা ও সুযোগ

- প্রত্যেকে নিজের চোখ বন্ধ করে নিজেকে সুরুজ বা অন্য কোন শিশু মনে করুন যে স্কুল বহির্ভূত। মনে মনে নিজের একটি নাম ঠিক করুন, বয়স, লিঙ্গ, কোথায় থাকেন, কার সঙ্গে থাকেন, আপনার দৈনন্দিন জীবনের অবস্থা কেমন তা ঠিক করে নিন।
- স্কুলে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে আপনার সুযোগ কি ছিল (যেমন - স্কুল আপনার বাড়ীর কাছে হতে পারে) এবং কি কি ছিল না তা চিন্তা করুন। এক্ষেত্রে আপনি ওপরের তালিকা, বা মাস্টার লিস্ট বা এই বুকলেটের প্রথম টুলে বর্ণিত একীভূত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধার তালিকা থেকেও প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করতে পারেন।

- একটি বড় পোস্টার পেপারে বা অন্য কোন লেখার জায়গায়, একটির ভেতর আর একটি এইভাবে চারটি বৃত্ত আঁকুন। ঠিক মাঝখানের ছোট বৃত্তটি হচ্ছে শিশু। এরপরের বৃত্তগুলো হবে পরিবার, কমিউনিটি এবং স্কুল। এভাবে বৃত্তগুলোর নাম লিখুন। এই বৃত্তসমূহ হবে একেকটি স্তর (শিশু, কমিউনিটি, পরিবার ও স্কুল) ।

- আলাদা রঙের কলম বা লেখার ভঙ্গি ব্যবহার করে আলাদাভাবে **'সুযোগ ও বাধাসমূহ'** লিখুন। প্রত্যেকে তাদের চিন্তাসমূহ প্রতিটি স্তরে (শিশু, সমাজ, পরিবার ও স্কুল) লিখুন। মনে রাখবেন **এককভাবে নয়, দলীয়ভাবে** চিন্তা করবেন ও লিখবেন। কেউ কোন একটি ধারণা লিখে ফেললেও সেটি যদি আপনারও ধারণা হয় আপনিও সেটি নির্দিষ্ট স্তরে লিখে ফেলুন।

- সবার লেখা শেষ হলে আপনাদের চার্টের দিকে তাকান । সেখানে কি সুযোগের তুলনায় বাধার কথা বেশী এসেছে? বাধাসমূহ কি আপনি যা ভেবেছেন তার চেয়েও বেশী? এই বাধাসমূহই আপনাকে অতিক্রম করতে হবে যাতে সুরুজের মত কোন শিশুর স্কুলে আসা বাধাগ্রস্থ না হয়; এসব বাধা দূর করার ক্ষেত্রে আপনার সাহায্য প্রয়োজন হবে।

- প্রতিটি স্তরেই কোন সুযোগসুবিধার কথা আপনারা বেশী বেশী উল্লেখ করেছেন? এগুলো কি 'সত্যিই' কোন সুযোগ? এগুলো কি ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য **বর্তমানে** রয়েছে, নাকি যা হওয়া **উচিত** সেগুলোর কথাই লেখা হয়েছে? যদি তাই হয়, তবে এগুলো অবশ্যই আপনাকে নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উদ্যোগ নিতে হবে। একীভূত হওয়ার পথে সকল বাধা দূর করার ক্ষেত্রে এ সুযোগ সুবিধা সমূহ সবার জন্য নিশ্চিত করার মাধ্যমে আপনার ইচ্ছাপূরণ হতে পারে।

- এই সুযোগসমূহ এবং বাধাগুলো কি সব স্তরেই রয়েছে নাকি নির্দিষ্ট কোন স্তরে বেশী রয়েছে? এটি আপনাকে কোন স্তরে বেশী মনোযোগ দিতে হবে তা নির্ধারণে সাহায্য করবে।

- এমন কোন সুযোগ বা বাধা রয়েছে যা নির্দিষ্ট কোন স্তরে বা স্তরসমূহে পুনরাবৃত্তি হয়েছে? (অর্থাৎ একাধিক বার লেখা হয়েছে)। আপনাকে উদ্যোগ নিতে এ প্রশ্নের উত্তর সাহায্য করবে।

- এমন কোন বাধা রয়েছে যা একাধিক স্তরেই দেখা গেছে? (যেমন -শিক্ষক, সমাজের সদস্যদের নেতিবাচক মনোভাব)। এ ধরনের বাধা অতিক্রম করার ক্ষেত্রে সম্মিলিত উদ্যোগ নিতে হবে।

টুল ৩.২
স্কুল বহির্ভূত শিশুদের খুঁজে বের করা ও জানা তারা কেন বহির্ভূত?

আগের টুলে আমরা দেখেছি কেন কিছু ছেলেমেয়ে স্কুলে আসেনা বা এলেও স্কুলে থাকতে পারে না। এখন যে প্রশ্নের উত্তর দেয়া উচিত তা হলো আমাদের স্কুলে কি এরকম কোন বাধা রয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে আমাদের জানতে হবে যে কোন্ ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে না এবং সেসঙ্গে এর কারণ খুঁজে বের করতে হবে। কারণ জানার পর আমরা কিভাবে এসব ছেলেমেয়েকে স্কুলে নিয়ে আসতে পারি তা পরিকল্পনা করে এর বাস্তবায়ন করতে হবে।

স্কুল-সমাজের ম্যাপিং বা মানচিত্রায়ন

কোন ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে না তা নির্ধারণের একটি কার্যকর পন্থা হল স্কুল-সমাজের মানচিত্রায়ন বা স্কুল ম্যাপিং বা সমাজ ভিত্তিক মানচিত্রায়ন। প্রচলিত মানচিত্রের মতই, এসব ম্যাপে প্রধান প্রধান সমাজের ল্যান্ডমার্ক থাকে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এ ধরনের মানচিত্রে সমাজের প্রতিটি বাড়ি বা খানা, ছেলেমেয়ের সংখ্যা ও তাদের বয়স, প্রাক-স্কুল বা স্কুল গমনপোযোগী ও স্কুলগামী ছেলেমেয়ের সংখ্যার উল্লেখ থাকে। আপনি নিচের নির্দেশনা অনুযায়ী এ ধরনের একটি মানচিত্র তৈরী করতে পারবেন-

১. সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংস্থা নিবেদিত ভলান্টিয়ার এবং স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ কে, কিভাবে আপনাকে সাহায্য করবে তা লিপিবদ্ধ করুন। একটি 'পুরো স্কুল' এ্যাপ্রোচে উন্নত করতে এই মানচিত্র তৈরীর কাজটি একটি উত্তম উপায় যাতে সকলকে (সব শিক্ষক, সহকারী, কেয়ারটেকার এবং অন্যান্য) নিয়োজিত করা হয়। সমাজের অন্যান্য সদস্য যেমন স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিসহ সমাজের নেতা, ধর্মীয় নেতা যেমন মসজিদের ইমাম, পুরোহিত, পাদ্রী, অভিভাবক কমিটির সদস্য, এলাকার যুবসমাজ ও কিশোর কিশোরীদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও মানচিত্র তৈরীর কাজে লাগাতে ভুলবেন না। (এলাকার কিশোর কিশোরী বা শিশুদের কিভাবে কাজে লাগাবেন আমরা পরে তা বলব)। একাজের মাধ্যমে সমাজের সঙ্গে আপনার স্কুলের সম্পর্ক জোরদার হবে। ফলে আপনার স্কুলের পক্ষে সমাজের বিভিন্ন সম্পদ ব্যবহারের সুযোগও তৈরী হবে (যদি আপনার স্কুলে সম্পদের স্বল্পতা থাকে)।

এছাড়াও এ মানচিত্রায়নের ফলে একীভূত শিখন কার্যক্রমে সমাজের অংশীদারিত্ব ও স্বত্ব প্রতিষ্ঠা হবে।

২. যেসব ভলান্টিয়ার বা স্বেচ্ছাসেবক এ কাজে অংশ নেবেন তাদের জন্য মানচিত্রায়নের তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও কৌশলের ওপর ধারণা প্রদায়ী সভা বা প্রশিক্ষণের আয়োজন করুন। তাদেরকে বলুন যে কেন সব শিশুরই স্কুলে যাওয়া উচিত, স্কুলে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থী থাকার উপকারিতা কি, স্কুল বহির্ভূত শিশুদের চিহ্নিত করতে ও তাদের স্কুলে আসতে উৎসাহিত করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ টুল হিসেবে মানচিত্রকে কিভাবে ব্যবহার করা যায়।

৩. ধারণা প্রদায়ী সভা বা ফলোআপ অধিবেশনে, সমাজের একটি খসড়া মানচিত্র তৈরী করুন। কিছু কিছু সমাজের ইতোমধ্যেই মানচিত্র করা থাকতে পারে আবার কারো কারো নাও থাকতে পারে। মানচিত্রে প্রধান প্রধান ল্যান্ডমার্ক যেমন- রাস্তা, পানির উৎস, গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যেমন- গ্রামীণ স্বাস্থ্য-কেন্দ্র, , উপাসনালয় ইত্যাদি এবং এলাকার সব বাড়ির উল্লেখ থাকবে।

৪. এরপর বাড়ি বাড়ি জরিপ পরিচালনা করুন। জরিপের মাধ্যমে চিহ্নিত করুন প্রতিটি বাড়ির লোকসংখ্যা কত, তাদের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা যেমন শিক্ষাগত যোগ্যতা থেকে আপনি বুঝতে পারবেন কারা স্কুল বহির্ভূত ও কারা নয়, বয়স্কদের শিক্ষাগত যোগ্যতা থেকে জানা যাবে কোন্ কোন্ বাবা মা সাক্ষরতা কর্মসূচি থেকে উপকৃত হতে পারে। ভারত, বাংলাদেশ বা বেনিন-এর মত দারিদ্র পীড়িত দেশে এ ধরনের কর্মসূচি বেশ কার্যকর হতে পারে। এতে বয়স্করা বুঝতে পারে যে তাদের ও তাদের সন্তানদের (বিশেষত মেয়ে
সন্তান) জন্য শিক্ষাগ্রহণ কেন প্রয়োজন। বাড়ি বাড়ি জরিপ বিভিন্ন ভাবে করা যেতে পারে। যেমন- বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে (এতে বাবা মা সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে উৎসাহী হবে), গ্রামের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার (এমনকি শিশুদের সঙ্গেও), অথবা প্রাপ্ত রেকর্ড বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন জরীপ ও রেকর্ডপত্র, উপজেলা শিক্ষা অফিস-এ প্রাপ্ত পরিসংখ্যান ও কাগজপত্র জরিপকারীদের জন্য সহায়ক হতে পারে।

৫. সব তথ্য সংগৃহীত হলে সমাজের বাড়ির সংখ্যা, লোকজন, তাদের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখপূর্বক মানচিত্রটি চূড়ান্ত করুন। এরপর সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে বসে এলাকার কোন ছেলেমেয়ে স্কুলে যাচ্ছে না এবং তাদের পরিবার কেন তাদের

স্কুলে পাঠাচ্ছেনা তা নিয়ে আলোচনা করুন। প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ শেষে, আমরা একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরী করতে পারি।

রাজস্থান, ভারতের এল-জে প্রকল্পে স্কুল মানচিত্রায়ন -

এলজে প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজে নিবেদিত নারী পুরুষের একটি কোর টিম গঠন করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে, কোর টিমের সদস্যরা প্রতিটি বাড়ির সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ওপর একটি জরীপ পরিচালনা করে। গ্রামের প্রতিটি বাড়ির সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ওপর একটি 'ভিলেজ ম্যাপ' তৈরী করা হয়। এরপর গ্রামবাসীরা মিলে গ্রামের ছেলেমেয়েরা কেন স্কুলে যাচ্ছেনা তা বিশ্লেষণ করে। জরিপে দেখা যায়, স্কুল থাকলেও, অধিকাংশ জায়গায়ই স্কুলগুলো শিক্ষক ও ন্যুন্যতম সুযোগ সুবিধার অভাবে ভালভাবে চলছিল না। বাবা মায়েরা মেয়েদের স্কুলে যেতে দেয়নি, কারণ তাদের অনেক দূর হেঁটে স্কুলে যেতে হত, তাছাড়া, স্কুলে অধিকাংশই ছিল পুরুষ শিক্ষক। এ অবস্থায়, ভিলেজ টিম, নারী সংগঠন ও স্থানীয় শিক্ষকরা ব্যাপক কার্যক্রম যেমন - স্কুলে ভর্তি ও শিক্ষার্থীর টিকে থাকা (retention) মনিটরিং, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র চালু, স্কুল ভবনসমূহের প্রয়োজনীয় সংস্কার, নতুন ভবন নির্মাণ, স্কুল স্বাস্থ্য কার্যক্রম এবং কিশোরী মেয়েদের ফোরাম গঠন বাস্তবায়িত করে। এছাড়াও শিক্ষকদের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ ও শিক্ষাক্রম ভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়, উপযোগী পাঠ্যপুস্তক তৈরী সহ প্রকল্প এলাকায় সব স্কুলে উন্নতমানের শিক্ষণ-শিখন উপকরণ সরবরাহ করা হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় ভাবে শিক্ষিত যুবকদের প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে সমস্ত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রকে নিয়ে একটি নেটওয়ার্ক গঠন করা হয়।[৩]

মানচিত্রায়নে শিশুদের অংশগ্রহণ:

স্কুল-সমাজ মানচিত্রায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজ স্কুল গমনপোযোগী শিশুদের চিহ্নিত করে তাদের স্কুলে পাঠানোর উদ্যোগ নেয়। প্রকৃতপক্ষে মানচিত্রায়নের এ কাজটি চাইল্ড-টু-চাইল্ড ধরনের একটি পদ্ধতি হলেও এটিকে শিশুদের শিক্ষাক্রমের একটি অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সব বয়সের সব শিশুরাই এ মানচিত্র তৈরী করতে পারে এবং এটি তাদের শিখনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।[৪]

---

[3] Mathur R. (2000) Taking Flight. Education for All Innovation Series No. 14. UNESCO Principal Regional Office for Asia and the Pacific,Bangkok

[4] This Section and the process of creating the map were adapted from " Children as community Researchers," UNICEF Website: teachers Talking about Learning: www.unicef.org/teachers/researchers/basemap.htm. Readers are strongly encouraged to access this website,see examples of children's maps, and learn more!

চাইল্ড-টু-চাইল্ড পদ্ধতিতে মানচিত্রায়নের এ কাজটি শিশুর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে একটি অন্যতম কার্যকর কৌশল। একাজে শিশুরা নিজেরাই যেসব শিশু স্কুলে যায় না তাদের চিহ্নিত করে এবং বাবা মা ও সমাজের সদস্যদের প্রভাবিত করে তাদের স্কুলে যাওয়া ত্বরান্বিত করে। উদাহরণস্বরূপ - থাইল্যান্ডের 'চাইল্ড' প্রকল্পে, ৪র্থ-৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীরা একত্রে স্কুলের আশেপাশের বাড়ীঘর ও সমাজের একটি মানচিত্র তৈরী করে। তারা প্রতিটি বাড়ির শিশুদের চিহ্নিত করে এবং মানচিত্রে স্কুলগামী বা বহির্ভূত শিশুদের তুলে ধরে। প্রকল্পের একজন কর্মী শিশুদের কাজের যথার্থতার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন- যখন তিনটি শিশু একমত হয়ে বলে যে অমুক বাড়িতে অমুক সংখ্যক শিশু বাস করে' তখন তা বিশ্বাস না করে উপায় নেই। শিশুরা এভাবেই স্কুল- সমাজের মানচিত্র তৈরী করার মাধ্যমে নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জন করে। তারা মানচিত্র তৈরী করতে গিয়ে এমন কিছু মূল্যবান উপাত্ত নিয়ে আসতে পারে যা অন্য কেউ হয়তো আগে চিন্তাও করে নাই।

একাজটি শুরুর একটি কৌশল হল তাদের নিজ নিজ সমাজের মানচিত্রে তারা কি কি দেখাবে শিশুদের আগেই সে সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা দিতে হবে। তবে শিশুদের আঁকা মানচিত্র কতটা নিখুঁত হবে তা নির্ভর করবে মানচিত্র অংকনকারী শিশুদের বয়সের ওপর। কিন্তু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা ক্ষমতার সম্মিলন ঘটলে সব বয়সের শিশুরাই এ ধরনের স্কুল- সমাজের মানচিত্র তৈরীতে বিশেষ আনন্দ লাভ করতে পারে।

যদি কোন সমাজের এধরনের ম্যাপ না থাকে তবে আঁকি বুকি করেও একটি সহজ মানচিত্র তৈরী করে ফেলা যায়। তবে স্কুল- সমাজের মানচিত্র হবে বড় আকৃতির যাতে শিশু শিক্ষার্থীরা তাদের বা তাদের বন্ধুদের বাড়ি সহজেই চিহ্নিত করতে পারে। শিশুদের তৈরী এই মানচিত্রসমূহ সমাজের জন্য খুবই উপযোগী ও মূল্যবান। এখন আমরা দেখি, কিভাবে এই মানচিত্র তৈরী করা যায়।

১. সব শিক্ষার্থীকে একত্রিত করুন। এরপর এলাকার সমস্ত গুরুত্বপূর্ন জায়গা যেমন- স্কুল, উপসানালয়, বাড়ী, স্বাস্থ্য-কেন্দ্র, দোকান ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভৌত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান যেমন- নদী, রাস্তা, পাহাড়, সেতু ইত্যাদি, সমাজের লোকজনের মিলিত হবার জায়গা যেমন- মাঠ, নদীর তীর, ইউনিয়ন পরিষদের অফিস ইত্যাদির একটি তালিকা তৈরী করুন।

২. একটি কার্ড বোর্ড ছোট ছোট করে কেটে প্রতিটি কার্ডে গুরুত্বপূর্ণ জায়গার ছবি আঁকুন। যদি কার্ড বোর্ড না পাওয়া যায় তবে পাথর, কাঠের ব্লক, তার বা লাঠি ব্যবহার করতে পারেন। আপনি এসব উপকরণ নানা স্থান বোঝাতে ব্যবহার করতে পারেন যেমন- বাড়ী বোঝাতে চৌকোনা কার্ড বা কাঠের ব্লক, নদী বোঝাতে তার বা লাঠি ব্যবহার করুন। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মনে রাখতে বলুন কোন্ প্রতীক দিয়ে কি বোঝান হচ্ছে।

৩. শিক্ষার্থীদের তাদের সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গার নাম বলতে বলুন (এক্ষেত্রে 'স্কুল' হতে পারে শিক্ষার্থীদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও পরিচিত জায়গা)। এর জন্য একটি আলাদা প্রতীক-কার্ড ব্যবহার করুন যা অন্য সব কার্ড/প্রতীক থেকে আলাদা হবে। যাতে সহজেই একে একটা 'রেফারেন্স পয়েন্ট' হিসেবে ব্যবহার করা যায়। যাতে অন্যান্য জায়গা চিহ্নিত করতে সবাই এটির সঙ্গে সম্পর্কিত করতে পারে।

৪. মেঝেতে একটি বড় সাদা কাপড় বা মোটা কাগজ বিছিয়ে নিন, এর চারপাশে শিক্ষার্থীদের গোল হয়ে বসতে বলুন, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন 'রেফারেন্স পয়েন্ট' কার্ডটি (যেমন-স্কুল) এর ওপর কোথায় বসানো হবে? যাতে তার চারপাশে সবার বাড়ীকে সাজানো যায়। উদাহরণস্বরূপ স্কুলটি যদি শিক্ষার্থীদের বাড়ীর কাছাকাছি হয় বা সমাজের কেন্দ্রে অবস্থিত হয় তবে রেফারেন্স পয়েন্টটি মানচিত্রের ঠিক মাঝখানে স্থাপন করুন। যদি এটা সমাজ বা বসতি থেকে দূরে হয় তবে মানচিত্রের এক প্রান্তে এটিকে স্থাপন করুন।

৫. শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন সমাজের প্রান্ত-সীমায় অবস্থিত আর কি কি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা রয়েছে। এসব জায়গার প্রতীক কার্ডগুলো মানচিত্রের সীমানা হিসেবে স্থাপন করুন।

৬. দলবদ্ধভাবে, সমাজের অন্যান্য প্রধান ভৌত স্থাপনা (যেমন- রাস্তা, মাঠ, পাহাড়, নদী) চিহ্নিত করে মানচিত্রে যুক্ত করুন। তবে কোন জায়গাটি কোথায়, এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের ঐকমত্যের ভিত্তিতেই শুধুমাত্র মানচিত্র তৈরী করবেন। ইচ্ছে করলে শিক্ষার্থীরা মানচিত্রের চারপাশে হেঁটে সর্তকতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে জায়গাসমূহের অবস্থানের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবে যে, কার্ডগুলো সঠিক জায়গায় স্থাপন করা হয়েছে কিনা। যদি তারা ইতোমধ্যে নিজেরাই ব্যক্তিগতভাবে মানচিত্র' এঁকে ফেলে তবে তার সঙ্গে বড় মানচিত্র মিলিয়ে দেখতে হবে।

৭. যখন সমাজের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, স্থাপনা বা অন্যান্য জায়গার প্রতীক সম্বলিত কার্ডগুলো স্থাপন হয়ে যাবে এবং এগুলোর অবস্থানের ব্যাপারে সবাই একমত হবে তখন শিক্ষার্থীরা কালি, রং বা ফেল্ট পেন দিয়ে কাপড় বা কাগজের ওপর স্থায়ীভাবে প্রতীকগুলো এঁকে ফেলবে এবং মানচিত্রের ওপর থেকে অস্থায়ী কার্ড বা উপরণগুলো সরিয়ে নিবে। ব্যস, মানচিত্র তৈরী হয়ে গেল।

৮. যেহেতু এই মানচিত্রটি শ্রেণীকক্ষে থাকবে সেজন্য পরবর্তীতে প্রয়োজনমত শিক্ষার্থীরা নতুন গুরুত্বপূর্ণ জায়গা বা স্থাপনা যুক্ত করে নেবে। তবে স্কুল বহির্ভূত শিশুদের চিহ্নিত করতে এবং মানচিত্রের বিভিন্ন ঘর পূরণ করতে নিদির্ষ্ট কিছু থিম (ব্যাখ্যা) তৈরী করতে হবে এবং সে অনুযায়ী ছোট ছোট কাগজের তৈরী প্রতীক মানচিত্র যথাস্থানে পিন দিয়ে গেঁথে দিতে হবে। যেসব থিম এসব প্রতীক দিয়ে বোঝা যাবে সেগুলো হচ্ছেঃ

- সমাজের সব শিশুর বাড়ী, তাদের বয়স, তারা স্কুলগামী না বহির্ভূত;
- এলাকার শিশুদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বাড়ি;
- শিশুদের খেলাধুলা বা কাজের জায়গা;
- যেসব এলাকা শিশুরা এড়িয়ে চলে, যেমন বিপদজনক জায়গা;
- যেসব জায়গা শিশুরা পছন্দ বা অপছন্দ করে;
- যেসব জায়গা শিশুরা একা যায়, (বাবা মায়ের সঙ্গে, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে, বন্ধুদের সঙ্গে, অন্য কোন বয়স্ক ব্যক্তিদের সঙ্গে);
- শিশুদের যাওয়া-আসার রুট (বিশেষতঃ যেসব শিশুকে কোন বাহনে চেপে স্কুলে যাওয়া আসা করতে হয়) এবং যে বাহনে চেপে তারা যাওয়া আসা করে (যেমন- পায়ে হেঁটে, রিকসা, বাইসাইকেল, মটরসাইকেল, বাস, টেম্পো)।

৯. মানচিত্রটিকে নির্ভুল ভাবে তৈরী করতে প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে সমাজের আশেপাশে হেঁটে পর্যবেক্ষণ করুন। হাঁটার সময় বা বিশেষ কোন সভায় সমাজের বয়স্ক ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে দিন, মানচিত্র তৈরীতে তাদেরও মতামত নিন। এতে সমাজের লোকজনও স্কুল বহির্ভূত শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করার কাজে সম্পৃক্ত হবে এবং বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হবে। ফলে আপনি যখন কোন কর্ম পরিকল্পনা হাতে নেবেন তখন তারা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন।

মানচিত্র তৈরী হয়ে যাওয়ার পর আপনার শিক্ষার্থীরা সহজেই এলাকার কোন শিশু স্কুলে যাচ্ছে না তাদের এবং তাদের পরিবারদের চিহ্নিত করতে সমর্থ হবে। তখন তারা শিক্ষক, এবং সমাজের নেতাদের সঙ্গে মিলে সেসব বাবা-মাদের বুঝিয়ে, উদ্বুদ্ধ করে তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে পারবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালে, সেভ দি চিলড্রেন (ইউকে)-এর সহযোগিতায় বাস্তবায়িত কমিউনিটি-এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (সি-ইএমআইএস) প্রকল্পের আওতায় শিক্ষার্থীরা স্কুল বহির্ভূত শিশুদের বাড়ী বাড়ি পরিদর্শন করে শিশু কেন স্কুল যাচ্ছে না সে বিষয়ে

বাবা মায়েদের সঙ্গে কথা বলে এবং শিশুদের স্কুলে পাঠাতে করণীয় কি, সে বিষয়ে আলোচনা করে।

স্কুল-সমাজ মানচিত্র সবসময় হালনাগাদ করতে হবে। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার অংশ হিসেবে মানচিত্র তৈরীকে শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

উপরন্তু, সমাজ যাতে এই মানচিত্র সহজেই দেখতে পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও এ মানচিত্র উপজেলা তথ্য অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ অফিসেও মতামতের জন্য পাঠানো যেতে পারে। স্কুল বহির্ভূত শিশুরা জরীপ বা মানচিত্রের মাধ্যমে চিহ্নিত হলে তাদের স্কুলে আসার সুযোগ তৈরী হতে পারে। উত্তর থাইল্যান্ডের একটি বস্তিতে, উদাহরণস্বরূপ, গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা একটি জরীপ ও মানচিত্র তৈরীর মাধ্যমে স্কুল বহির্ভূত শিশুদের চিহ্নিত করেন। (কেন না সেসব শিশুর জন্ম নিবন্ধিত হয়নি)। এরপর তারা শিশুদের বাবা মায়েদের সঙ্গে কথা বলে এবং শিশুদের জন্ম নিবন্ধনের ব্যবস্থা করাসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করে তাদের সবাইকে স্কুলে পাঠানোর ব্যবস্থা করে।

শিশুরা কেন স্কুলে আসতে পারে না তা চিহ্নিত করা:

আপনার শিক্ষার্থী ও সহকর্মীদের সঙ্গে কাজ করে আপনি ইতোমধ্যে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন এলাকার কোন্ শিশুরা এখনো স্কুলের বাইরে রয়েছে। সম্ভবতঃ আপনি এর কারণ কি হতে পারে সে সম্পর্কে ভেবেও রেখেছেন। কাজেই এখন যে মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তা হচ্ছে স্কুল গমনপোযোগী শিশুদের স্কুলে না যাওয়ার পথে প্রধান বাধা কি কি হতে পারে?

আমরা আগেই জেনেছি যে কিছু কিছু কারণ দৃশ্যমান যেমন- শারিরীক, ইন্দ্রিয়গত বা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধিতা থাকলে, শিশু স্কুলে যাবে না। অদৃশ্যমান কারণ যেমন- অপর্যাপ্ত পরিচর্যা বা অপুষ্টি; এমন কি কিছু আপাতঃ গ্রহণযোগ্য কারণ যা অনেকাংশেই এড়ানো সম্ভব হয় না তা হচ্ছে, পরিবারে বাচ্চা দেখা শোনার দায়িত্ব ঘর গেরস্থালীর কাজ, বা প্রচলিত জেন্ডার ভূমিকা জনিত কোন কোন কারণ।

কর্মতৎপরতা: চাইল্ড প্রোফাইল বা শিশুর জীবনালেখ্য তৈরী:

শ্রেণীকক্ষে একীভূত শিক্ষা ও সমতার উন্নয়নে **শিশুর জীবনালেখ্য** একটি অন্যতম সহায়ক টুল। আফ্রিকা, মধ্য আমেরিকাসহ মধ্য, দক্ষিণ, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার নানা দেশে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে।

একটি শিশুর প্রোফাইল বা জীবনালেখ্য:

- কোন্ শিশু স্কুলে আসছে না বা আসলেও যেকোন সময় ঝরে যেতে পারে তা নির্ধারণে শিক্ষক ও কমিউনিটির লোকজনকে সাহায্য করে।

- শিশুদের পরিবার এবং তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যাবলীর যে ভিন্নতা তা প্রদর্শন করে এবং
- শিশুদের স্কুলের বাইরে থাকার পেছনের কারণগুলোকে মোকাবেলা করতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিকল্পনায় সাহায্য করে।

থাইল্যান্ডে, স্কুল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (SMIS) এবং ফিলিপাইনে স্টুডেন্ট ট্র্যাকিং সিস্টেম (STS) এর অংশ হিসেবে চাইল্ড প্রোফাইল ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সীমিত ভাবে হলেও সমাজ/শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষা তথ্য ব্যবস্থাপনায় চাইল্ড প্রোফাইল ব্যবহৃত হচ্ছে। এ কাজের অংশ হিসেবে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সমাজের সকল শিশুর তথ্য সংগ্রহ করেন এবং পরবর্তীতে তথ্য অনুযায়ী যেসব শিশু স্কুলে যায় না তাদের স্কুলে নিয়ে আসতে সাহায্য করতে পারেন। এ পদ্ধতিসমূহ স্কুল বহির্ভুত শিশু এবং স্কুলের দুর্বল শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করতে কার্যকর হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

একটি শিশুর জীবনালেখ্য তৈরীর জন্যে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন-

১. আপনার স্কুল- সমাজের মানচিত্রের ওপর ভিত্তি করে বা ইউনিয়ন পরিষদ কিংবা উপজেলা পরিসংখ্যান/তথ্য/শিক্ষা অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত থেকে স্কুল গমনপোযোগী অথচ বহির্ভূত সব শিশুর তালিকা তৈরী করুন।

২. আপনার সহকর্মীদের বা যারা মানচিত্র তৈরী করেছে তাদের সঙ্গে কথা বলে বের করুন যে, কোন্ কোন্ বাধার কারনে এসব শিশুরা স্কুলে আসছে না। এ বুকলেটের প্রথম টুলে আপনি যে তালিকাটি করেছিলেন তার সঙ্গে এটা মিলিয়ে নিন এবং স্কুল, সমাজ, পরিবার ও শিশুদের কাজে যেসব বাধা বেরিয়ে এসেছিল তার সঙ্গে এই কারণসমূহ তুলনা করুন। স্কুলে না আসার পেছনে এমন কিছু কারণ বেরিয়ে আসতে পারে যা হয়ত প্রকৃত কারণ নয় তবে প্রতিটি শিশুর ক্ষেত্রেই সমস্ত কারণই ভালভাবে যাচাই করে দেখতে হবে।

৩. এ সমস্ত বাধাসমূহ বিবেচনা করে একটা প্রশ্নের তালিকা করুন যার মাধ্যমেই আপনি একটি শিশু কেন স্কুলে আসছে না সে সম্পর্কে প্রযোজনীয় ধারণা পেয়ে যাবেন। শিশুদের সমস্যার স্বরূপ বুঝতে থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইনের শিশু বান্ধব স্কুলের ব্যবহৃত প্রশ্নসমূহের

একটি তালিকা নিচে দেয়া হল। প্রশ্নগুলো ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন যেসব শিশু ভালভাবে লেখাপড়া করতে পারছেনা তাদের অবস্থা বুঝতে বিশেষ ভাবে সহায়ক হবে।[৫]

আপনি নিজে আপনার সমাজের শিশুদের বিভিন্ন সমস্যা/বাধার ওপর নিজস্ব প্রশ্নাবলী তৈরী করতে পারেন। এ প্রক্রিয়ায় সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরও সঙ্গে রাখুন। তারা সমাজের যেসব শিশু স্কুলে যায় না তাদের সবাইকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করতে পারেন।

বাধা: সাংস্কৃতিক ভিন্নতা ও স্থানীয় প্রথা বা সনাতন ঐতিহ্য

- শিশুর জাতীয়তা বা সাম্পদায়িক পরিচয় কি?
- শিশুর ধর্ম কি ?

বাধা ঃ লিঙ্গ বৈষম্য

- শিশুর লিঙ্গ কি ?
- শিশুর বয়স কত ?

বাধা : জন্ম নিবন্ধন

- শিশুর জন্ম কি নিবন্ধিত?

বাধা : স্কুল ও কাজের সময়সূচি ঃ

- কাজ করার প্রয়োজন হলে শিশু কি উপার্জনের জন্য বাড়ীতে বা বাড়ীর বাইরে কাজ করে ?

বাধা : নেতিবাচক মনোভাবঃ সহিংসতার ভয়

- শিশু যদি পূর্বে স্কুলে গিয়ে থাকে, তখন তার শিখন- অবস্থা কেমন ছিল?
- শিশু যদি পূর্বে স্কুলে গিয়ে থাকে, তবে তার উপস্থিতি কেমন ছিল ?
- শিশু পূর্বে স্কুলে গিয়ে থাকলে তার ঝরে পড়ার প্রবণতা ছিল কি?

বাধা: অসুস্থতা ও ক্ষুধা : এইচ আইভি/এইডস সংক্রমণ ইত্যাদি

- শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টিগত অবস্থা কি ?

---

[5] Example of the child profile from other countries such as EI Salvador and Uganda can be found in: Toolkit for Assessing and Promoting Equity in the Classroom, produced by Wendy Rimer et al. Edited by Marta S. Maldonado and Angela Aldave Creative Associates International Inc., USAID/EGAT/ WID< Washington DC.2003

বাধাঃ স্কুলের সুযোগ সুবিধা ও অবস্থান

- কোন ধরনের প্রতিবন্ধিতা থাকার কারণে শিশুর কি স্কুলের সুবিধাদি গ্রহণে সমস্যা হচ্ছে ?
- স্কুল থেকে শিশুর বাড়ী কত দূরে অবস্থিত বা স্কুলে আসতে শিশুর কত সময় লাগে?

বাধাঃ পরিচর্যা : দ্বন্দ্ব

- শিশুর বাবা মায়ের বয়স কত ?
- শিশুর বাবা মা কি উভয়েই জীবিত ? না হলে কে মৃত ?
- বাবা মায়ের শিক্ষাগত অবস্থান কি ?
- পরিবারের অন্য কোন সদস্য কি কখনো স্কুল থেকে ঝরে পড়েছে ? কেন?
- শিশুর বাড়ীতে প্রাক-স্কুল উপযোগী কতজন শিশু রয়েছে ?
- প্রাক-স্কুলের এসব শিশুদের কে দেখাশোনা করে ?
- কাজের জন্য বাবা মা কি কখনো মাইগ্রেট করেছে ?

বাধাঃ দারিদ্র এবং শিক্ষার প্রকৃত মূল্যঃ বিদ্যালয়ের খরচ

- শিশুর বাবা মায়ের প্রধান পেশা কি ?
- শিশুর বাবা মায়ের দ্বিতীয় কোন পেশা রয়েছে কি ? থাকলে কি পেশা ?
- শিশুর পরিবারের কি আয় উপযোগী জমি রয়েছে ? হ্যাঁ হলে কি পরিমাণ জমি ?
- শিশুর পরিবার কি জমি বর্গা নিয়েছে ? নিলে কতটুকু জমি ?
- পরিবারের গড় মাসিক আয় কত ?
- আয় মূলক কাজের জন্য শিশুর পরিবার কি কোন টাকা ঋণ নিয়েছে ? নিলে কত টাকা এবং কতবার এবং বছরের কোন সময়ে ?
- বাড়ীতে কতজন মানুষ বসবাস করে ?
- বাড়ীর কেউ কি কমিউনিটির কোন সংগঠন/স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি ?

৪. এসব প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহের জন্য প্রশ্নপত্র তৈরী করুন অথবা এটিই একটি শিশুর জীবনালেখ্য ফরম হতে পারে (এ টুলের শেষে একটি নমুনা ফরম দেওয়া হয়েছে)। প্রশ্নপত্র তৈরী হলে (ক) শিক্ষার্থীদের বাবা মায়ের বাড়ীতে পাঠানো হবে। বাবা/মা / অভিভাবক এটি পূরণ করে স্কুলে পাঠিয়ে দিবে বা (খ) (বাবা মা নিরক্ষর হলে) একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীর বাড়ি পরিদর্শনের সময় পূরণ করে নিতে পারেন বা (গ) শিক্ষার্থীর অভিভাবক যখন সন্তানকে স্কুল থেকে নিয়ে যেতে আসে বা অন্যকোন সুবিধাজনক সময়ে পূরণ করা যাবে (সাধারণতঃ শহরের স্কুলগুলোতে)।

৫. প্রশ্নপত্র পূরণ শেষে প্রশ্নপত্র থেকে পাওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি শিশুর ওপর একটি বর্ণনাত্মক কেস স্টাডি তৈরী করুন। নিচে তেমন একটি কেস স্টাডির উদাহরণ দেয়া হল। শিশুর শিক্ষাকে প্রভাবিত করে এ ধরনের বিষয়কে কেস স্টাডি চিত্রিত ও বিশ্লেষণ করবে। এই কেস স্টাডিটি যদিও উত্তর থাইল্যান্ডের একটি ঘটনা, বাংলাদেশে একই ঘটনা অহরহ ঘটছে। শুনুন তবে সেই ঘটনা-

আনুমানিক নয় বছরের (কারণ তার জন্ম নিবন্ধন করা হয়নাই) আয়ি মং সম্প্রদায়ের একটি ছোট্ট মেয়ে। বাবা বেঁচে নেই, মার বয়স ৩০ কিন্তু আর বিয়ে করেননি। তিনি নিরক্ষর এবং ছোট্ট এক টুকরো জমিতে ধান চাষ করে থাকেন। নানীই আয়িকে দেখাশোনা করে। অপরদিকে তার পাঁচ বছরের ভাই স্কুলে যায় না। বলাই বাহুল্য আয়ি'র পরিবার রীতিমত হত-দরিদ্র, মাসে যার আয় ৫০০ ভাট (৭০০ টাকা)-এরও নিচে। অ-কৃষি মৌসুমে আয়ি'র মা শহরে আসে দিনমজুরের কাজ করার জন্যে। আয়ির পরিবারের সঙ্গে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির কোন যোগাযোগ নেই। এমনকি সমাজের কোন সুযোগ সুবিধাও তারা পায় না।

আয়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোনমতে ২য় শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিল। তারপর খুব দ্রুত, ৩য় শ্রেণীতে ওঠার আগেই ঝরে পড়েছিল। স্কুলটিও ছিল আয়ির বাড়ি থেকে অনেক দূরে। ফলে তার মা তার যাতায়াত খরচ দিতে পারছিল না এমনকি স্কুলের ইউনিফর্ম-এরও ব্যবস্থা করতে পারেনি। ফলে অধিকাংশ সময়ই সে স্কুলে অনুপস্থিত থাকত। অপর দিকে শ্বাসপ্রশ্বাস ও আয়োডিনের অভাবজনিত অসুস্থতার জন্য সে অনেকসময় স্কুলে যেতে পারত না।

৬. কেস স্টাডি তৈরীর পর লক্ষ্য করুন কোন্ কোন্ বিষয় শিশুর স্কুলে আসা ও শিখনকে প্রভাবিত করছে। এগুলোর নিচে দাগ দিন। আয়ির ক্ষেত্রে তার সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা, দারিদ্র, অপর্যাপ্ত পরিচর্যা। পরিবারের বাইরে কোন সম্পদের সুযোগ সুবিধা না পাওয়া, রুগ্ন স্বাস্থ্য ও অপুষ্টি তার স্কুলে না যাওয়ার পেছনে কাজ করেছে।

৭. এরপর দেখুন সব শিশুর ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ বাধা বেশী কাজ করছে। এগুলোকে বিবেচনা করে আপনি আপনার কর্মপরিকল্পনা তৈরী করুন 'যাতে শিশুরা স্কুলে আসতে পারে'। এই বুকলেটের পরবর্তী টুলে এ ধরনের পরিকল্পনা তৈরীর কৌশল বলা হয়েছে।

শিশুর জীবনালেখ্য ফরমের একটি নমুনা:

১. শিশুর নাম ---------- লিঙ্গ ----------বয়স ----------
ঠিকানা ----------
জাতীয়তা ---------- সম্প্রদায় ---------- ধর্ম ----------
জন্ম তারিখ ---------- জন্মস্থান---------- জন্ম নিবন্ধিত --------হ্যাঁ/না

২. বাবার নাম ---------- বয়স----------জীবিত/মৃত----------

৩. মায়ের নাম ---------- বয়স----------জীবিত/মৃত----------

৪. বাবা-মায়ের বিবাহ সম্পর্কিত তথ্যঃ
বাবা/মা কি দ্বিতীয় বিয়ে করেছে ? হ্যাঁ/না----------বিধবা------হ্যাঁ/না,
পরিত্যক্ত ----------হ্যাঁ/না

৫. হ্যাঁ হলে শিশু কার কাছে থাকে ?
সৎ মায়ের/বাবার সংসারে ----------দাদী/নানীর কাছে----------
অন্যান্য ----------

৬. শিশুসহ পরিবারের সব সদস্যের যারা এ পরিবারে বসবাস করে তাদের বিবরণঃ (নিচের শূণ্যস্থান পূরন করুন)

পরিবারের সদস্যের নাম	লিঙ্গ	বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা (প্রত্যেকের সর্বোচ্চ শিক্ষার স্তর)						শিশুর সঙ্গে সম্পর্ক	পেশা (উল্লেখ করুন)	
	স্ত্রী/পুং		উপানুষ্ঠানিক	আনুষ্ঠানিক	প্রাক-স্কুল	প্রাথমিক	মাধ্যমিক	কলেজ		প্রাথমিক	মাধ্যমিক

৭. শিশুর বাবা/মা বা পরিবার কি কখনো মাইগ্রেট করেছে ?
(হ্যাঁ/না-তে গোল দাগ দিন এবং প্রয়োজনানুযায়ী পূরণ করুন)

বাবা ঃ হ্যাঁ হলে কখন ---------- (মাস ও বছর সহ)
কোথায় ------শহর ---------- জেলা ----------
কত দিনের জন্য ---------- (মাস ও বছর সহ)
না----------

মা: হ্যাঁ হলে কখন ---------- (মাস ও বছর সহ)
কোথায় ------শহর ---------- জেলা ----------
কত দিনের জন্য ---------- (মাস ও বছর সহ)
না----------

পুরো পরিবার: হ্যাঁ হলে কখন ---------- (মাস ও বছর সহ)
কোথায় ------শহর ---------- জেলা ----------
কত দিনের জন্য ---------- (মাস ও বছর সহ)
না----------

৮. পরিবারের মাসিক আয় (গোল দাগ দিন)

৫০০ টাকার নিচে
৫০০ -১০০০ টাকার মধ্যে
১০০০ - ২৫০০ টাকার মধ্যে
২০০১ - ৫০০০ টাকার মধ্যে
৫০০১-৮০০০ টাকার মধ্যে
৮০০১-১০০০০ টাকার মধ্যে
১০০০১ টাকার উর্ধে

৯. প্রাক-স্কুল পরিচর্যা
পরিবারে প্রাক-স্কুল উপযোগী কয়টি শিশু স্কুলে যাচ্ছে না ? ----------
দিনে কে তাদের পরিচর্যা করে ? বাবা মা ---------- অন্য আত্মীয় স্বজন ----------
কমিউনিটির শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র ----------
অন্যান্য ----------

১০. জমি/বাড়ির মালিকানা ঃ

শিশুর পরিবারের কি আয়মূলক কাজের জন্য জমি রয়েছে ----------
(ভিটের জমিটুকু বাদে)
যদি হ্যাঁ হয় তবে, নিজের জায়গা ---------- ডেসিমল/একর/কাঠা/বিঘা
বর্গা---------- ডেসিমল/কাঠা/একর/বিঘা
পরিবারের----------

না ----------
অন্যান্য ----------
শিশুর পরিবারের কি নিজস্ব বাড়ী/ভিটে রয়েছে ?
হ্যাঁ ---------- না ----------
হ্যাঁ হলে নিজের ---------- ভাড়া ----------
কি ধরনের বাসা ? ছনের/টিনের/দালান/বস্তি----------

১১. বাড়ী থেকে স্কুলের দূরত্ব ও যাতায়াতের মাধ্যমঃ
বাড়ী থেকে স্কুল কত দূরে ? ---------- মাইল
বাড়ী থেকে স্কুলে পৌঁছাতে কত সময় লাগে ---------- মিনিট/ঘন্টা
যাতায়াতের ব্যবস্থা কি ?----------
হেঁটে -------- বাসে ----------সাইকেল---------টেম্পো/ভ্যানে----------অন্যান্য

১২. পরিবারের অন্য কোন সদস্য কি স্কুল থেকে ঝরে পড়েছিল ? হ্যাঁ--------- না----
হ্যাঁ হলে, কি কারণে ----------

১৩. শিক্ষার্থী কি আগে কখনো স্কুলে পড়েছিল ? হ্যাঁ ---------- না ------
হ্যাঁ হলে কতদিন----------

১৪. শিশু কি আগে কখনো স্কুল থেকে ঝরে পড়েছিল ? হ্যাঁ ---- না ------
হ্যাঁ হলে কত দিনের জন্য ----------
কি কারণে ----------

১৫. শিক্ষার্থীর/শিশুর পরিবারের কোনো সদস্য কি গ্রামের উন্নয়নমূলক কোন কমিটি সদস্য/স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি? হ্যাঁ হলে কি সংগঠন/সমিতি

১৬. শিশু কি স্কুলে যেতে কোন ধরনের আর্থিক সহায়তা পায় ?
হ্যাঁ ---- না ------
হ্যাঁ হলে কোন উৎস থেকে ----------

১৭. শিশু প্রায়ই স্কুলে অনুপস্থিত থাকে?
হ্যাঁ ---- না ------
হ্যাঁ হলে কেন ----------

১৮. বিভিন্ন বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়ার হার কেমন ?
কখনো অকৃতকার্য হয় না -----
নম্বর পায়ঃ ২৫% পর্যন্ত
২৬% - ৫০% পর্যন্ত
৫০% এর ওপর

১৯. শিশু অপুষ্টিতে ভূগছে? (বয়সের তুলনায় খুব ক্ষীণ/ছোট?)
হ্যাঁ ---- না ------

২০. শিশুর কি দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে? হ্যাঁ ---- না ------
শিশু কি নিয়মিত দুপুরে খায়? হ্যাঁ ---- না ------

২১. কোন প্রতিবন্ধিতা রয়েছে ? হ্যাঁ ---- না ------
হ্যাঁ হলে কি ধরনের প্রতিবন্ধিতা ----------

২২. শিশু কি কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছে ?----------
হ্যাঁ ---- না ------
হ্যাঁ হলে কি ব্যাধি ? ---------- বা এই তথ্যটি কি গোপনীয়----------হ্যাঁ

টুল ৩.৩

সব শিশুকে স্কুলে নিয়ে আসতে করণীয়

আমরা ইতোমধ্যে কোন কোন্ ছেলেমেয়ে স্কুলে যাচ্ছে না এবং এর পেছনে কি কারণ তা চিহ্নিত করেছি। আমরা এখন পরিকল্পনা করব যে কিভাবে তাদের স্কুলে নিয়ে আসা যায়। এই অংশটি তাই শুরু হবে পরিকল্পনা দিয়ে (বা এটিকে একটি ছোট্ট কর্ম-পরিকল্পনাও বলা যায়)। এছাড়াও কিছু কাজের ধারণা থাকবে যেগুলো আপনি আপনার স্কুল এবং সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় অভিযোজন করে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করতে পারেন।

কর্ম-পরিকল্পনা করা:

আগের টুলে আমরা স্কুল- সমাজের মানচিত্রায়নের মাধ্যমে সমাজের যেসব ছেলেমেয়ে স্কুলে যাচ্ছেনা তাদের চিহ্নিত করেছি। সমাজের লোকজন ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে মানচিত্র তৈরী করেছি এবং অন্যান্য সকলের সাথে তা নিয়ে মত বিনিময় করেছি। আমরা চাইল্ড প্রোফাইল ফরমের সাহায্যে প্রতিটি স্কুল বহির্ভূত শিশুর তথ্য সংগ্রহ করেছি। এবং যেসব বাধার কারণে এসব শিশু স্কুল যেতে পারছেনা তাও চিহ্নিত করেছি। এখন, এসব বাধাকে দূর করতে প্রয়োজনীয় কাজ হাতে নিতে হবে। নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে একটি কার্যকর কর্মপরিকল্পনা[৬] তৈরী করতে পারেন। এ প্রক্রিয়াটি অনেকটাই প্রথম বুকলেটের একীভূত ও শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীর পরিকল্পনার মত। নিচের টুলটি সব শিশুকে স্কুলে অন্তর্ভুক্ত করতে যে সব বাধা রয়েছে তা দূর করতে বিশেষভাবে অভিযোজন করা হয়েছে।

১. যারা স্কুল- সমাজের মানচিত্রায়নে অংশ নিয়েছে এবং চাইল্ড প্রোফাইল ফরম পূরণের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের ওপর সুচিন্তিত মতামত প্রদান এবং একটি উপযোগী কর্মপরিকল্পনা তৈরীতে সাহায্য করতে পারবে তাদেরকে নিয়ে একটি দল গঠন করুন। দ্বিতীয় বুকলেটে বর্ণিত একীভূত শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরীর প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে গঠিত দল বা স্কুল- সমাজের মানচিত্রায়নের কাজে নিযুক্ত শিক্ষার্থীদের দলটিই এ দলে কাজ করতে পারে। দলকে বড় করার প্রয়োজন হলে, সক্রিয় ও পরিকল্পনায় বিশেষভাবে সহায়ক এমন কাউকে নতুন দলে নিতে পারেন।

---

[6] Adapted From: Toolkit for Assessing and Promoting Equity in the Classroom, produced by Wendy Rimer et al. Edited by Marta S. Maldonado and Angela Aldave. Creative Associates International Inc., USAID/EGAT/ WID< Washington DC.2003

২. দক্ষতা ও আগ্রহ অনুযায়ী বড় দলটিকে ছোট ছোট দলে ভাগ করুন। যেমন- শিক্ষকদের দল, সমাজের নারী সদস্যদের দল, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দল, শিক্ষার্থীদের দল, আগ্রহী অন্য কোন ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত দল ইত্যাদি।

৩. এরপর প্রতিটি দল আলাদা ভাবে, নিজ নিজ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, চিন্তা করবে যে, কিভাবে সমাজের স্কুল বহির্ভূত ছেমেয়েদের স্কুলে নিয়ে আসা যায়। একাজে কি কি চ্যালেঞ্জ আসতে পারে তাও ভেবে রাখতে হবে। চিন্তা করুন কি ধরনের সাফল্য আসতে পারে? এ কাজ বাস্তবায়নে কি কি প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হবে? কিভাবে এ প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করা সম্ভব? কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন যাতে ব্যর্থ না হয় এ জন্য আগে থেকেই এসব বাধা নিয়ে ভাবতে হবে।

৪. যখন কোন একটি দল স্কুল-বহির্ভূত শিশুদের স্কুলে ফিরিয়ে নিতে কিছু কর্ম-পরিকল্পনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে তখন অন্যান্য দলসমূহকেও একত্রিত করুন। একসঙ্গে সব দলের সদস্যরা বসে নিচের আলোচ্যবিষয় বিবেচনা করে বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ করুন।

ক) কর্ম পরিকল্পনার কোন অংশ অধিকাংশ শিশুর জন্য অধিক কার্যকর হবে? অথবা আপনাদের এলাকার অবস্থা অনুযায়ী কোন কাজটিকে বেশী প্রাধান্য দেয়া যায়? আপনার কাজসমূহকে প্রাধান্যের ভিত্তিতে সাজাতে পারেন।

খ) যদি কোন কাজ একাধিক দলের প্রস্তাবিত কাজের সঙ্গে মিলে যায় সে ক্ষেত্রে উভয় দলের কাজ একত্রে বাস্তবায়ন করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। এতে কাজ ত্বরান্বিত হবে এবং সময় ও সম্পদ দুটোই বাঁচবে।

গ) কোন্ কাজটি প্রথমে শুরু করা হবে? সহজ কাজ যে কাজে সাফল্য আসার সম্ভাবনা বেশী তা দিয়েই শুরু করা উচিত। তারপর ধীরে ধীরে জটিল কাজ বাস্তবায়নে অগ্রসর হতে হবে। সফলতা দিয়ে শুরু করুন। উদাহরণস্বরূপ স্কুলকে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে শুরু করুন, এরপর শ্রেণীকক্ষে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রতি ইতিবাচক আচরণ প্রদর্শন করার মানসিকতা তৈরীর কঠিন কাজে হাত দিন।

ঘ) প্রাপ্ত সম্পদ ব্যবহার করে কি কি কাজ হাতে নেয়া যেতে পারে? কোন্ কাজের জন্য বাইরের সাহায্য লাগবে ? বাইরের সাহায্য নিতে গেলে সাহায্যকারী/দাতাকে দেখাতে হবে যে আপনার নিজস্ব সম্পদ আপনি কার্যকর ভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম। অতপর বর্তমানে

যা করতে পারবেন তা দিয়ে শুরু করুন এবং পরবর্তীতে অন্যের সাহায্য নিয়ে যা করবেন তা নিয়ে কাজ করুন।

৫. এবার ওপরে যে যে কাজের কথা বলা হল তা বাস্তবায়নের জন্য একত্রে কর্মপরিকল্পনা তৈরী করুন। আপনার কর্মপরিকল্পনায় নিচের বিষয়গুলো থাকবেঃ

ক) যে লক্ষ আপনি বাস্তবায়ন করতে চান তার উল্লেখ। যেমন- ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের স্কুল গম্যতা বৃদ্ধি করা।

খ) পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদ্ধতি বা কৌশল থাকবে। যেমন- চাহিদা নির্ধারণে ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বাবা মার সঙ্গে সভা করা, স্কুলের প্রশাসক এবং শিক্ষকদের সঙ্গে বসে স্কুলের সুযোগ সুবিধা মূল্যায়ন এবং শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীতে কি করণীয় তা নিয়ে আলোচনা করা ইত্যাদি।

গ) নির্দিষ্ট কাজ ও সময়ের উল্লেখ থাকবে

ঘ) অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠী যাদের জন্য আপনি কাজ করতে চান (যেমন, ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন ছেলেমেয়ে ও তাদের বাবা মা) এবং যারা এ কাজে জড়িত হবেন (যেমন- স্কুলের প্রশাসকবৃন্দ, শিক্ষক, শিক্ষক-অভিভাবক সমিতির সদস্য শিক্ষার্থী ইত্যাদি)।

ঙ) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে কি সম্পদ প্রয়োজন এবং কিভাবে সেগুলো পাবেন ?

চ) আপনার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাফল্য নির্ধারণের নির্ধারক কি হবে ? (যেমন- সব ছেলেমেয়ের স্কুলে উপস্থিতি)।

৬. খেয়াল রাখবেন বিভিন্ন দল বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করলেও তারা যেন নিয়মিত একত্রে বসে একে অপরের অভিজ্ঞতা বিনিময় করে। এটি বিভিন্ন দলের কাজের মধ্যে কর্ম-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে।

৭. প্রতিটি দলকে নিজ নিজ কাজের মূল্যয়নের জন্য মাঝে মাঝে বিরতি দিতে বলবেন। এ সময় তারা যা করা হচ্ছে এবং হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করবে এবং এ পর্যন্ত তাদের অর্জিত সাফল্য পরিমাপ করবে অর্থাৎ কি কাজ করছে, কি করছে না)।

এ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে দলসমূহ সিদ্ধান্ত নেবে যে, কাজ যেভাবে এগোচ্ছে সেভাবে চলবে নাকি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কোন পরিবর্তন আনতে হবে। এ সম্পর্কে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিন এবং সে অনুযায়ী আবার কাজ শুরু করুন।

কাজের জন্য ধারণা:

একীভূত শিক্ষার পথে বাধাসমূহকে স্কুল ও কমিউনিটির অভিজ্ঞতার আলোকে দূর করার জন্য কিছু ধারণা এখানে দেওয়া হল। এ ধারণাগুলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা যাবে। এগুলোকে কর্মপরিকল্পনার শুরু হিসেবেও বিবেচনা করা যেতে পারে।

শিশুর পরিবেশ:

জন্ম নিবন্ধন- শিশুর জন্ম নিবন্ধনের জন্য কি করা উচিত?

- গ্রামের ইউনিয়ন পরিষদ এবং শহর এলাকায় মিউনিসিপ্যালিটি/পৌরসভা/ ওয়ার্ড কমিশনার কার্যালয়ের মাধ্যমে জন্ম নিবন্ধনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

- স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বা ইউনিয়নভিত্তিক কমিউনিটি ক্লিনিক (এগুলো এখন তেমন কার্যকর নয়) বা ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ড কমিশনার কার্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য নিয়মিত ভাবে পরীক্ষা করানোসহ টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

দুরারোগ্য /সংক্রামক ব্যধির কারণে বৈষম্য:

শিক্ষার্থীদের কেউ দুরারোগ্য বা সংক্রামক কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে সেই পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সুরক্ষার চাহিদা অথবা ভীতির কারণে তারা বিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। (যেমন- এইচআইভি/এইডস, কুষ্ঠ, যক্ষা ইত্যাদি) এ ক্ষেত্রে কি করণীয়?

- এ ব্যাপারে প্রথমেই প্রয়োজনীয় সচেতনতা তৈরীর জন্য স্থানীয় সাহায্যকারী সংগঠনের সাহায্য নেওয়া এবং এজন্য স্কুলে সভা, কর্মশালা, লিফলেটের মাধ্যমে সচেতনতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি করা।

- HIV তে আক্রান্ত নয় এমন শিশুদের বাবা মার সাথে আলোচনা করতে হবে যাতে কোন ভাবেই এসমস্ত রোগের কারণে কোন শিক্ষার্থীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ (যেমন- তাকে স্কুলে আসতে বারণ করা ইত্যাদি) করা না হয় ।

- স্কুলের স্বাস্থ্যনীতি উন্নয়ন করে HIV আক্রান্ত শিশুকে তার চাহিদা অনুযায়ী স্কুলে সাদরে গ্রহণ করতে হবে এবং সহিংসতা ও বৈষম্য থেকে সুরক্ষা করতে হবে। স্থানীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী সংস্থা বা সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ নেয়া যেতে পারে।

সহিংসতার ভয়: শিশুরা নিপীড়ন বা সহিংসতার কারণে স্কুলে নাও আসতে পারে। এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি?

- শিশু বা সমাজের লোকজনের সঙ্গে বসে চিহ্নিত করতে হবে সহিংসতা কোথায় হচ্ছে? স্কুলের মাঠে? স্কুলে যাওয়া আসার পথে? (এ বিষয়ে বুকলেট -৬ এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)

- সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও বাবা মায়ের সঙ্গে কথা বলে শিশুদের পর্যবেক্ষণের' উদ্যোগ নিতে হবে। এতে শিক্ষকরাও অংশ নিতে পারেন। যাতে শিক্ষার্থীরা স্কুলে, স্কুলের বাইরে কিংবা যাওয়া আসার পথে কোন ধরনের সহিংসতার শিকার না হয়। প্রয়োজনে কোন কোন শিক্ষার্থীদের (বিশেষতঃ মেয়েদের) নিরাপদ জায়গা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

অসুস্থতা ও ক্ষুধা: যেসব শিশু ক্ষুধার্ত বা অসুস্থ তারা ভালভাবে লেখাপড়া করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি? (বুকলেট ৬-এ এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।)

- স্কুলে খাবার কর্মসূচি চালু করা যেতে পারে যাতে শিক্ষার্থীরা নিয়মিতভাবে স্কুল চলাকালে অন্তত: একবার পুষ্টিকর খাবার খেতে পায়। বিশেষত মেয়ে শিক্ষাথীরা এ কর্মসূচি মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে। বাংলাদেশে সরকারী স্কুলগুলোতে এ ধরনের কোন কর্মসূচি না থাকলেও বেসরকারীভাবে পরিচালিত বা এনজিও পরিচালিত কিছু কিছু স্কুল বা শিক্ষাকেন্দ্রে কখনো কখনো টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। পাশ্ববর্তী দেশ ভারতে সরকারী প্রাথমিক স্কুলসমূহে শিশুদের 'মিড ডে মিল' বা দুপুরে খাবার দেওয়ার নিয়ম রয়েছে।

- স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থার মাধ্যমে শিশুকে নিয়মিত স্বাস্থ্য, দন্ত ও অপুষ্টির জন্য পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার কর্মসূচি গ্রহন করা যেতে পারে।

পারিবারিক পরিবেশ ঃ

দারিদ্রঃ দারিদ্র শিক্ষার সকল সুযোগকে অবরুদ্ধ করে দেয়। যেহেতু অর্থনৈতিক কারণই দারিদ্রের মূল কারণ, সেজন্য শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীর পরিবারের আর্থিক অবস্থা উন্নয়নে তাদের স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদী আর্থিক পরিকল্পনার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এ জন্য স্কুলগুলো কোন দারিদ্র নিরসন কর্মসূচী বা ব্যাংকসমূহের আয়মূলক প্রকল্পের ঋণ বা এনজিও পরিচালিত কোন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে বাবা মায়েদের উৎসাহিত করতে পারে।

বাংলাদেশে মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারের শিক্ষা উপবৃত্তি এবং শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচির (পূর্বে বাস্তবায়িত) আওতায় শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীদের পরিবারকে গম প্রদান শিক্ষার্থীদের স্কুলে উপস্থিতি বাড়াতে সহায়ক হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশে বিভিন্ন এনজিও যেমন ব্র্যাক, প্রশিকা, আশাসহ কিংবা গ্রামীণ ব্যাংক বিভিন্ন স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের এনজিও পরিচালিত ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি শিক্ষার্থীদের পরিবারের দারিদ্র নিরসনে তথা শিশুদের স্কুলে নিয়ে আসতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। এসব কর্মসূচির আওতায় দারিদ্র পীড়িত অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর মানুষ আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবারের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের মত মৌলিক চাহিদাগুলোর প্রতি নজর দিতে সমর্থ হয়ে উঠেছে।

দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশেষতঃ এনজিও পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রমসমূহে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ (যেমন- সেলাই, দর্জি বিজ্ঞান, বাশঁ বেতের কাজ, ব্লক বাটিক প্রিন্টিং, ইলেকট্রনিক্স ও মেকানিক্স, গাড়ী চালনা ইত্যাদি)-এর ব্যবস্থা রয়েছে। এক্ষেত্রে **বেসরকারী সংস্থা ইউসেপ** উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। তারা কর্মজীবি শিশুদের লেখাপড়ার পাশাপাশি তাদের চাহিদা ভিত্তিক বিভিন্ন কারিগরী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে যাতে তারা এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতা বাস্তব কর্মজীবনে প্রয়োগ করে জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারে। এক্ষেত্রে তারা ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন বা প্রতিবন্ধী শিশুদের কথাও বিশেষভাবে বিবেচনা করেছে।

শিক্ষার মূল্য - দরিদ্র বাবা মা যখন সন্তানদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যান তখন শিক্ষার পরিবর্তে তাদের সন্তানরা পরিণত হয় আয়ের উৎসে । বিশেষ করে পরিবার ও শিশুর কাছে শিক্ষাকে তাদের জীবন ও জীবিকামূখী বলে মনে না হলে তখন তাদের কাছে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা গৌণ হয়ে পড়ে। স্কুলে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। এক্ষেত্রে শিক্ষক কি করতে পারেন?

- শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্রমে সমাজ পরিদর্শনকে অন্তর্ভুক্ত করুন যাতে শিক্ষার্থী বুঝতে পারে কেন তাদের শিক্ষাক্রমের বিশেষ বিশেষ পাঠ তাদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য আবশ্যকীয়।

- বাবা মা, অভিভাবক বা সমাজের সদস্যদের ক্লাসে শিক্ষক সহকারী হিসেবে কাজ করতে উৎসাহিত করুন এবং কোন ক্লাসে স্থানীয় শিক্ষামূলক কোন চাহিদা বা বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলার ব্যবস্থা করুন। শিক্ষার্থীরা এতে স্থানীয় জ্ঞান ও এর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অবহিত হবে।

অপর্যাপ্ত পরিচর্যা- একমাত্র বাবা মা'ই তার সন্তানকে সঠিক পরিচর্যা করতে পারেন। কিন্তু বাবা/মাকে কাজের জন্য বাইরে যেতে হলে সন্তানকে এমন কারোর দায়িত্বে রেখে যেতে পারেন যিনি সঠিকভাবে শিশুকে পরিচর্যা নাও করতে পারেন। এক্ষেত্রে কি করা যায় ?

- বিশেষ কোন দিনে, এ ধরনের পরিচর্যাকারীদের স্কুলে আমন্ত্রণ জানান। তাদেরকে শিশুর সঠিক পরিচর্যা, শিশুর স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় ধারণা দিন। তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা বা অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করুন।

- নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ-এর মাধ্যমে শিশুর শিখন অগ্রগতি ও উন্নত পরিচর্যা বিষয়ে শিক্ষক-পরিচর্যাকারীদের আলোচনা উৎসাহিত করতে হবে।

- সরকারী বা বেসরকারী পর্যায়ে শিশুর স্বাস্থ্য পরিচর্যা সংক্রান্ত যেকোন সেবা বা এসংক্রান্ত তথ্য বাবা/মা কিংবা পরিচর্যাকারীদের জানানো যেতে পারে।

সমাজের পরিবেশ:

লিঙ্গ/বৈষম্য ঃ অনেক দেশের মত বাংলাদেশেও ছেলে ও মেয়ের স্কুলে পাঠানোর ক্ষেত্রে বাবা মা ছেলেকেই আগে স্কুলে পাঠাতে চায়। মেয়েদেরকে পরিবারের বা ঘর গেরস্থালীর কাজেই ব্যস্ত রাখা হয়। এ ক্ষেত্রে মেয়েদের স্কুলে যাওয়াকে উৎসাহিত করতে আমরা কি করতে পারি ?

- স্কুলে মেয়েদের উপস্থিতি মনিটর করুন এবং স্কুল বহির্ভূত মেয়েদের তথ্য সংগ্রহ করুন (যেমন- স্কুল সমাজের মাত্রচিত্র বা চাইল্ড প্রোফাইল ফরমের মাধ্যমে)

- এলাকায় সমাজ শিক্ষা কমিটি বা শিক্ষক অভিভাবক সমিতি গঠনের অংশ হিসেবে সমাজের ধর্মীয় নেতাদের (যেমন- মসজিদের ইমাম) নারী শিক্ষার গুরুত্ব প্রচার করতে উৎসাহিত করুন।

প্রয়োজনে তাদের প্রচারণামূলক পুস্তিকা, পোস্টার বা লিফলেট জনসাধারণের মধ্যে বিতরণের জন্য দিন।

- মেয়েদের ও তাদের পরিবারের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে শ্রেণীকক্ষের শিক্ষণকে সম্পর্কিত করুন যাতে বাবা মায়েরা মেয়েকে স্কুলে পাঠাতে উৎসাহিত হয়।
- ছেলে বা মেয়ে নির্বিশেষে যাতে সন্তানদের সমান চোখে দেখেন তা অসচেতন বাবা/মাকে বুঝিয়ে বলুন।
- বাবা মায়ের সঙ্গে কথা বলুন যেন তারা ঘর গেরস্থালীর কাজে মেয়েকে এমনভাবে সম্পৃক্ত করেন যাতে সে স্কুলে যেতে পারে।
- স্কুলের সময়সূচীকে মেয়েদের জন্য কিছুটা উদার করা যায় কিনা তা ভেবে দেখুন।
- সমাজের মেয়ে শিশুরা মূলধারার স্কুলে আসতে না পারলে তাদের জন্য বিকল্প স্কুল বা উপানুষ্ঠানিক ধারার স্কুল বা শিক্ষা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করতে হবে।
- মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি, ভর্তুকী বা স্কুলে খাবার সরবরাহ করাসহ ইউনিফর্ম সরবরাহের ব্যাপারেও উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

সাংস্কৃতিক ভিন্নতা ও স্থানীয় ঐতিহ্যঃ

একীভূত স্কুল ব্যতিক্রম ও ভিন্নতাকে গ্রহণ করে নেয়। তাই নিচের বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবেঃ

- বাবা মা এবং সমাজের লোকজনের সঙ্গে বসে (বিশেষতঃ উক্ত ভাষা ভাষি ও প্রেক্ষাপটের লোকজন বা প্রতিনিধি) তাদের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা ও পাঠ- পরিকল্পনাসহ শিক্ষাক্রমে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও অভিযোজন করুন। এতে ভিন্ন প্রেক্ষাপটের বাবা মাযেরা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে উৎসাহিত হবে। (বুকলেট-৪ এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।)
- স্থানীয়ভাবে প্রচলিত গল্প, মুখেমুখে বলা ইতিহাস, গাঁথা, গান, কবিতাকে শ্রেণীকক্ষের পাঠমালায় অন্তর্ভুক্ত করুন।

- ভিন্ন ভাষা ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের শিক্ষার্থীদের জন্য দ্বিভাষিক কোন শিক্ষক বা সংশ্লিষ্ট ভাষায় ও সংস্কৃতিতে দক্ষ কারোর সঙ্গে (সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর বাবা মা সমাজের সদস্য হতে পারেন) বসে আপনার শ্রেণীকক্ষের জন্য একটি যথাযর্থ ভাষা-প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম তৈরী করুন।

স্কুলের পরিবেশ

স্কুলের খরচ- অনেক দরিদ্র পরিবারের জন্য শিশুকে স্কুলে পাঠানোর খরচ মেটানো কষ্টকর। দরিদ্র পরিবারের এ সব শিক্ষার্থীদের জন্য আমরা কি করতে পারি?

- স্কুল প্রশাসক, শিক্ষক, বাবা মা ও সমাজের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে বের করুন, কোন্ ধরণের ব্যয়ের কথা ভেবে শিক্ষার্থীরা স্কুলে আসছে না।

- এধরনের খরচ কমাতে (বা মওকুফ করতে) বিভিন্ন উপায় চিহ্নিত করুন ও বাস্তবায়ন করুন। যেমন- উপবৃত্তি, ভর্তুকী খাবার, স্কুলের ইউনিফর্ম ইত্যাদি। এক্ষেত্রে আপনার স্কুল স্থানীয় কোন দাতা সংস্থা বা দানশীল ব্যক্তির সহায়তা নিতে পারে।

স্কুলের অবস্থান - গ্রাম এলাকায়, স্কুল যদি দূরে অবস্থিত হয় তবে বাবা মায়ের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে চান না। এক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি ?

- স্কুল- সমাজের মানচিত্র ও শিশুর জীবনালেখ্যর সাহায্যে কোন্ কোন্ শিশুর বাড়ী স্কুল থেকে কত দূরে অবস্থিত তা চিহ্নিত করুন।

- বাবা মা ও সমাজের সদস্যদের সঙ্গে কাজ করুন যাতে এসব শিশুরা নিরাপদে ও নিয়মিতভাবে স্কুলে আসা যাওয়া করতে পারে।

স্কুলের সময়সূচী- অনেক শিশুই স্কুলে আসতে চায়, লেখাপড়া করতে চায়। কিন্তু তাদের কাজের সময়ের সঙ্গে স্কুলের সময়সূচীর হেরফেরের কারণে তারা নিয়মিত ভাবে স্কুলে বা ক্লাসে আসতে পারে না। বাড়ীতে কাজ থাকলে ছেলে বা মেয়ে উভয়কেই স্কুলে অনুপস্থিত থাকতে হয়। এতে একসময় এরা ঝরে পড়ে। এসব শিক্ষার্থী ছেলে ও মেয়েদের সাহায্য করার জন্য আমরা কি পদক্ষেপ নিতে পারি ?

- বাড়ীতে বা পরিবারে কাজ করতে হয় এমন শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুলের সময়সূচীতে ছাড় দেয়া যায় কিনা তা দেখুন।

- এধরণের শিশুদের জন্য কোন বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচী চালু করা যায় কিনা স্থানীয় কোন সরকারী বা বেসরকারী সংস্থার সঙ্গে কথা বলে দেখুন। কিংবা স্কুল শেষে, সপ্তাহ শেষে স্কুলের নিয়মিত শিক্ষার্থীরা তাদের অনিয়মিত শিক্ষার্থী বন্ধুদের লেখাপড়া করানোর উদ্যোগ নিতে পারে।

স্কুলের সুযোগ সুবিধা - যদি আমাদের স্কুলে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা না থাকে তবে কোন কোন শিক্ষার্থী স্কুলে আসতে নিরুৎসাহিত হতে পারে। এজন্য সব শিশুকে স্কুলে নিয়ে আসতে স্কুলের সামাজিক ও ভৌত পরিবেশের উন্নতি করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ যদি কোন শারিরীকভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী দ্বিতল দালানে অবস্থিত শ্রেণীকক্ষে উঠতে না পারে তবে তার সুবিধার জন্য শ্রেণীকক্ষটিকে প্রথম তলায় স্থানান্তর করতে পারেন। এছাড়াও আমরা আর কি করতে পারি ?

- পরিবার ও কমিউনিটির সঙ্গে কথা বলে স্কুলে নিরাপদ পানির সরবরাহ ও ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক লেট্রিনের ব্যবস্থা করতে পারেন। (বুকলেট ৫ দেখুন)

- ভিন্ন ভাষা ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শারিরীক ও আবেগীয় চাহিদা চিহ্নিত করুন। এবং এ ধরনের শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা পূরণে স্কুল কি ব্যবস্থা নিতে পারে তা নির্ধারণ করুন।

প্রস্তুতি - শিক্ষকরা ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানে অনভিজ্ঞ হওয়ায় অনেকসময় স্কুলগুলো এ ধরনের শিক্ষার্থীদের স্কুলে ভর্তি করতে চায় না। এক্ষেত্রে এধরনের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য কি করা যেতে পারে?

- খুঁজে দেখুন কোন শিক্ষার্থীরা স্কুলে আসছেনা এবং কেন আসছে না ? তারা কোন ধরনের প্রেক্ষাপট থেকে আসছে? তাদের বিশেষ কোন শিখন চাহিদা আছে কি ?

- আপনি সরকারের শিক্ষা বিভাগ স্থানীয় বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইস্টিটিউট/ কলেজ, স্থানীয় দাতব্য প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি/ফাউন্ডেশন এবং এমনকি কোন দাতা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। এ ধরনের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানে অভিজ্ঞ কোন শিক্ষক তাদের রয়েছে কিনা তা খোঁজ নিয়ে দেখুন।

- প্রয়োজনে এসব শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জিজ্ঞেস করুন যে তাদের স্কুলে/ কার্যালয়ে আপনি বা আপনার কোন সহকর্মী পরিদর্শন করে তারা কিভাবে বিশেষ শিখন চাহিদা সম্পন্ন

শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেন তা দেখতে পারবেন কিনা। অথবা শিক্ষাদানে যেসব রিসোর্স যেমন- পাঠপরিকল্পনা, শিক্ষণ পদ্ধতি বা শিক্ষণ উপকরণ ব্যবহার করেন তা আপনাকে বা আপনাদের ব্যবহারের জন্য পাঠাতে পারবেন কিনা।

যদি অভিজ্ঞ ব্যক্তি পাওয়া যায় তবে তাদেরকে আপনার স্কুল পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানান এবং তার/তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিন। সেসঙ্গে তারা আপনার স্কুলের প্রশাসক, এবং অন্যান্য শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করে তাদেরকে এ ধরনের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বোঝাতে পারেন।

- সবচেয়ে বড় কথা আপনি হতাশ হবেন না । যেসব শিক্ষক বা অভিজ্ঞ ব্যক্তি এ ধরনের শিক্ষার্থীদের নিয়ে কাজ করেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন ও ভাল সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করুন।

প্রতিবন্ধী শিশুদের স্কুলে উপস্থিতি বৃদ্ধি ও তাদের শিখন সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য একজন শিক্ষক কি করতে পারেন ?

১. মাঝেমাঝে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের স্কুলে আসা কষ্টসাধ্য হয়। তাদের জন্য সম্ভব হলে পরিবহনের ব্যবস্থা করুন, স্কুলে তাদের চলাচলে সুবিধার জন্য র‍্যাম্প স্থাপন করুন ও তাদের চাহিদা অনুযায়ী অন্যান্য রিসোর্স-এর ব্যবস্থা করুন।

২. যখন একটি প্রতিবন্ধী শিশু প্রথম আপনার স্কুলে আসে, তখন তার পরিবারে সদস্যের সঙ্গে কথা বলে জেনে নিন তার সমস্যা কি ধরনের এবং শিশুটি তার প্রতিবন্ধিতা সত্বেও কি কি করতে সমর্থ ? শিশুর অন্য কোন সমস্যা থাকলে তাও ভালভাবে জেনে নিন।

৩. শিশুটি স্কুলে আসা শুরু করার পর আপনি নিজে শিশুর বাড়িতে গিয়ে খোঁজ করুন বাবা মা শিশুটির লেখাপড়ার কি ব্যবস্থা করেছেন ? শিশুর ভবিষ্যতের ব্যাপারে তারা কি পরিকল্পনা করছে তা জিজ্ঞেস করুন। মনে মনে ভাবুন আপনি সবোর্ত্তম কি উপায়ে তাদের সঙ্গে কাজ করতে পারেন।

৪. তাদের জিজ্ঞেস করুন, স্কুল অবস্থানকালীন সময়ে তাদের প্রতিবন্ধী সন্তানের কোন ঔষুধের প্রয়োজন আছে কিনা।

৫. আপনি একা যদি স্কুলে বা শ্রেণীকক্ষে শিশুটিকে পর্যাপ্ত সময় না দিতে পারেন , তবে সমাজের সঙ্গে বা স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে আপনার একজন সহকারী নিন যিনি শিশুটিকে অতিরিক্ত মনোযোগ ও সহায়তা দিবেন।

৬. আপনি যখন শ্রেণীকক্ষে কথা বলবেন তখন চেষ্টা করবেন সবাই যেন আপনাকে পুরোপুরি দেখতে এবং শুনতে পায়। সেসঙ্গে প্রতিবন্ধী শিশুটিকে/তাদেরকে শ্রেণীকক্ষের সামনের সারিতে বসিয়ে দিন যাতে সে /তারা আপনাকে ভালভাবে দেখতে পায় বা শুনতে সক্ষম হয়।

৭. খুঁজে দেখুন প্রতিবন্ধী শিশুটি ও তার বাবা মায়ের স্কুলের ব্যাপারে কোন সমস্যা হচ্ছে কি না? তাদের জিজ্ঞেস করুন তার প্রতিবন্ধী সন্তানের প্রতি স্কুলের অন্যান্য সহপাঠি শিক্ষার্থীরা সহযোগিতামূলক মনোভাব পোষণ করে কিনা বা তাদের সন্তানের কাছে স্কুল ভাল লাগছে কিনা।[৭]

---

[7] *UNICEF.http:// www.unicef.org/teachers/protection/access.htm*

টুল ৩.৪
আমরা কি শিখেছি?

একীভূত শিক্ষার পথে কিছু বাধা দৃশ্যমান, কিছু বাধা অদৃশ্য। দৃশ্যমান বাধা যেমন- শারিরীক প্রতিবন্ধিতা। অদৃশ্য বাধা যেমন- অপুষ্টি ও অপর্যাপ্ত পরিচর্যা এবং শিখন প্রক্রিয়া ও স্কুলের উপস্থিতিতে এর প্রভাব, কিংবা সাধারণভাবে প্রচলিত সমস্যা যেমন- প্রতিবন্ধিতার প্রতি মনোভাব, প্রচলিত জেন্ডার ভূমিকা বা প্রচলিত প্রথা এবং পরিবারে শিশুর প্রতি পরিবারের মনোভাব। নানা আন্ত:সম্পর্কিত কারণে শিশু স্কুল বহির্ভূত হতে পারে। অনেকসময় এসব কারণ অপ্রত্যাশিতও হতে পারে। দরিদ্র পরিবারের শিশুরা সাধারণতঃ শৈশব থেকেই স্কুলে যাওয়ার পরিবর্তে পরিবারে প্রয়োজনে কাজে নামে। কেন না তারা **স্কুলের খরচ** যোগাতে পারে না এবং **দারিদ্রতার কারণে** বাবা/মা শিশুর ভবিষ্যতের জন্যে শিক্ষাকে **তেমন গুরুত্বের সঙ্গে দেখে না**।

একীভূত শিক্ষার পথে নানা বাধা রয়েছে যা বিভিন্ন স্তরেই সমাধান হওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ আমাদের **স্কুলগুলো** যখন একজন শিশুর বা তার **পরিবারের** জন্য প্রকৃত মানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে না তখন শিশু স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। (বিশেষতঃ সে যদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোন শিশু হয় এবং তার ব্যাপারে যদি শিক্ষক বা **সমাজের** অন্যান্য সদস্যরা তেমন মাথা না ঘামায়।)

আন্ত সম্পর্কিত কারণেও একজন শিশুর স্কুলে আসার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে পড়তে পারে। যেমন- মেয়ে প্রতিবন্ধী কিংবা প্রতিবন্ধীকে পরিচর্যাকারী কোন মেয়ে শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এ সমস্যা দ্বিগুন বা চর্তুগুন হয়ে উঠতে পারে যাকে আমরা বলি, 'দ্বিগুণ বৈষম্য' বা 'বহুবিধ বৈষম্য'। কোন কোন সমাজে মেয়েরা জন্ম থেকেই বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার। তাদের গড় আয়ু যেমন কম তেমনি তারা অপর্যাপ্ত যত্নের শিকার হয়। বিশেষত সে যদি প্রতিবন্ধী হয় সে ক্ষেত্রে তাদেরকে সংসারে বা পরিবারে অতিরিক্ত বোঝা হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এ সব ক্ষেত্রে তাদের অধিকার খর্ব হয় পদে পদে। পথ শিশু, কর্মজীবি শিশু এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে আগত শিশু বা ব্যক্তির জন্য এ সমস্যা দ্বিগুণ হয়ে দেখা দেয়।

তাই এসব ক্ষেত্রে, এধরনের শিশুদের চিহ্নিত করতে বিশেষ উদ্যোগ প্রয়োজন এবং এসব শিশুদের স্কুলে নিয়ে আসতে একাধিক পদক্ষেপ নিতে হতে পারে। তাই আমাদের স্কুলকে একীভূত করতে বিশেষ উদ্যোগ প্রয়োজন এবং এসব শিশুদের স্কুলে নিয়ে আসতে একাধিক পদক্ষেপ নিতে হতে পারে।

আমাদের স্কুলগুলোকে একীভূত করতে প্রথম পদক্ষেপ হবে কোন শিশুরা স্কুলে আসছেনা তা চিহ্নিত করা। স্কুল- সমাজের মানচিত্রায়ন এ ক্ষেত্রে মূল্যবান টুল্ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। একাজটি স্কুল- সমাজের কাজ (কমিউনিটি-টু চাইল্ড) বা একটি শ্রেণীকক্ষের কাজ (চাইল্ড-টু-চাইল্ড) হিসেবে করা যেতে পারে।

শিশু কেন স্কুলে আসে না তা বুঝতে হলে আমাদের একটি শিশু কেন্দ্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। আমাদের জানা প্রয়োজন ব্যক্তি (শিশু), পরিবার, সমাজ এবং স্কুল সম্পর্কিত কোন বাধার কারণে শিশু স্কুলে আসতে পারে না। তখনই বাধা দূর করতে নানা পরিবর্তন আনা ও একীভূত স্কুল তৈরীতে আমাদের ভূমিকা শুরু হয়।

এই বুকলেটের বর্ণিত টুল্সমূহ আপনাকে আপনার স্কুল ও সমাজে একটি একীভূত শিখন পরিবেশ সৃষ্টির জন্য একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরীতে সহায়তা করবে। এ প্রক্রিয়া শুরু করতে হলে তাই আপনাকে নিচের প্রশ্নসমূহ বিবেচনা করতে হবে এবং সে অনুযায়ী আপনাকে ও আপনার সহকর্মীদের প্রয়োজনীয় বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নিতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবেঃ

- আপনি এ টুল্সমূহ থেকে এ পর্যন্ত কি শিখেছেন?
- আপনার পরিস্থিতি থেকে আপনি মূলত কি শিখেছেন?
- আপনার পরিবেশ অনুযায়ী একীভূত শিখন ও সব শিশুকে স্কুলে নিয়ে আসতে প্রধান বাধাসমূহ কি হতে পারে ?
- আপনি ও আপনার শিক্ষার্থী দলের কাছে মূল চ্যালেঞ্জগুলো কি কি ?
- আপনি কি পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন ?
- আপনার সফলতার বা কাজের নির্ধারক কি হবে ?
- আগামী শিক্ষা বছরে (স্কুল বর্ষ) আপনার কি কি কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে ?
- আপনি আপনার কাজের অগ্রগতি কখন ও কিভাবে মূল্যায়ন করবেন ?
- এ পরিকল্পনা ও কাজ আপনার শ্রেণীকক্ষকে আরো বেশী একীভূত হয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে।

যা বুকলেট ৪ ও ৫-এ আলোচনা করা হয়েছে।

আমরা আরো কোথা থেকে শিখতে পারি?

এখানে কিছু প্রকাশনার নাম ও ওয়েবসাইটের ঠিকানা উল্লেখ করা হল যার মাধ্যমে আমরা এ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জানতে পারব ঃ

প্রকাশনাঃ

Govinda R. (1999) Reaching the Unreached through participatory planning: School Mapping in Lok Jumbish, India. Paris: International Institute For Educational planning /UNESCO.

Hart R.(1997) children participation : the theory and practices of involving yong citizens in community Development and Environmental care. New York: UNICEF and London: Earthscan.

Mathur R. (2000) Taking Flight. Education for All Innovation Series No. 14. Bangkok: UNESCO Principal Regional Office for Asia and the Pacific.

Rimer W et al.(2003) Toolkit for Assessing and Promoting Equity in the Classroom, Edited by Marta S. Maldonado and Angela Aldave. Creative Associates International Washington DC: Creative Associates International INC., USAID/EGAT/ WID)

Staff Development Division, Bureau of Elementary Education , Department of Education ,Philippines, and UNICEF .(2002) Student Trafficking System Facilitator's Manual . (A good source for learning about how to develop child profiles.)

UNESCO (2003) Sharing a World of difference: the Earth's linguistic, Cultural and Biological Diversity. Paris.

Volpi E. (2002) street children: Promising practices and Approaches. WBI Working papers. Washington DC: the international bank for Reconstruction and Development/ The World Bank.

ওয়েবসাইটঃ

Barriers to girl's education: Strategies and Interventions. UNICEF Teachers Talking About Learning.
http:// www.unicef.org/teachers/girls_ed/barriers_02.htm

Child protection.UNICEF.
http://www.unicef.org/protection/index_bigpicture.html

children as Community Researchers : creating a community Base map.
UNICEF.http://www.unicef/teachers/researchers/index.html or
http://www.unicef.org/teachers/researchers/childresearch.pdf

Equity in the classromm, A Semi-Annual Newsletter,August 2000. Creative Associate International Inc. This Newsletter gives valuable insights and case studies on the challenge of bilingual education and strategies for teaching linguistically diverse learners. It can be accessed at: http://caii.net/EIC/Resources/eicnewsJuneweb.pdf

Gender in Educaton: Promoting Gender Equality in Education.UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education, Bangkok,Thailand.http://www.unescobkk.org/gender

HIV/AIDS and Policies Affecting Children.
http://www.hri.ca/children/aids/factsheet_detail.htm

Leslie and Jamison DT. Health and nutrition considerations in education planning. 1. Educational consequences of health problems among school-age children.
http://www.unu edu/Unupress/food/8F123e/8F123E03.html

Save the Children (UK).Schools for All.
www.eenet.org.uk/bibliog/scuk/schools_all.shtml

UNICEF Teachers Taking About Learning.
http://www.unicef.org/teachers